ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 November 2021 ■ আগরতলা ১২ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৫ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার নারকেল কুঞ্জে হেলিপেডের উদ্ধোধ করে ডম্বুর জলাশয়ে জেট ওয়াটার বাইক চালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

অবাধ ও সুষ্ঠু পুর নির্বাচন করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট

চাওয়া হল ডিজিপি ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যৌথ প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। পুর নির্বাচন যাতে অবাধ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সাথে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যৌথ প্রতিবেদনও চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট আজ পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা আবেদনের শুনানি করে এই যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে। পৌরসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, সূর্য কান্ত এবং বিক্রম নাথের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই আদেশ দেয়।

বেঞ্চ বলেছে যেকোনও রাজনৈতিক দল যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য

আইন অনুসারে তার অধিকারগুলি অনুসরণ করতে বাধা না দেয় তা নিশ্চিত করা রাজ্য পুলিশের দায়িত্ব। আদালত বলেছে, “আমরা আশা করি যে রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাপনা সহ সরকার এবং ডিজিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

বিচারপতিদের বেঞ্চ আরও বলেছে যে স্বতন্ত্র নিরাপত্তার জন্য, সমস্ত ৮টি জেলার এসপি প্রতিটি মামলা এবং এলাকার বিষয়ে হুমকির উপলব্ধি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

বর্তমান আদেশ অনুসারে পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করে এবং এমনকি ত্রিপুরায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে তা নিশ্চিত করার জন্য আর১ দ্বারা হলফনামা দাখিল করতে হবে। ডিজিপি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সম্মতির একটি যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ করে এবং দলের সদস্যদের উপর কথিত হামলার পরে সুরক্ষা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। বেঞ্চ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর ভোটের প্রচারে এগিয়ে বিজেপি, হামলা হুজ্জতির প্রতিবাদে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যে পুর ও নগর ভোটের জোর প্রচার চলছে রাজনৈতিক দলগুলির। প্রচারে ঝড় তুলেছে শাসক বিজেপি। অপরদিকে পিছিয়ে নেই তৃণমূল কংগ্রেসও। আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে জোর প্রচার করছে তৃণমূল নেতৃত্বরা। অন্যদিকে, প্রচারে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে সিপিএম ও কংগ্রেস। পুর নিগমে সিপিএম এবং কংগ্রেসের হালকা প্রচার লক্ষ্য করা গেলেও অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর এলাকায় এই দুই দলের প্রচারে তেমন কোন তেজি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এদিকে, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলের প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা হুজ্জতি চালানোর ঘটনা ঘটছে। এই হামলা হুজ্জতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ধরণা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবং নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় এর সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ঝরনা সংগঠিত করে তৃণমূল কংগ্রেস। আগরতলা পৌরনিগম নির্বাচনকে প্রহসনের পরিণত করার জন্য শাসকদল নানা চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবং দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর প্রতিনিয়ত হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙচুর হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এন আই টি আগরতলার চতুর্দশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন ১৩ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। আগামী ১৩ নভেম্বর এন আই টি আগরতলার চতুর্দশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এন আই টি আগরতলায় এই সমাবর্তনে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদ্মবিভূষণ মুরুলী মনোহর যোশী। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ডিন ড. রঘুসুন্দরম, এন ই ডি এফ আই এর চেয়ারম্যান ও এম ডি পি ভি এস এল এন মূর্তি। এন আই টি আগরতলার বোর্ড অব গভর্নস-এর চেয়ারম্যান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। এন এই টি’র অধিকর্তা অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আই টি ও আই টি ই এস শিল্পকে উৎসাহ দিতে ডাটা সেন্টার পলিসি’র সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যে আই টি ও আই টি ই এস শিল্পকে উৎসাহ দিতে ত্রিপুরা সরকার ’ত্রিপুরা ডাটা সেন্টার পলিসি-২০২১’ চালু করেছে। রাজ্যের সমস্ত মাইক্রো, মল, মিডিয়াম ও আই টি সংক্রান্ত সরকারি, বেসরকারি এবং যৌথভাবে পরিচালিত কোম্পানী এই নীতির আওতায় আসবে। এই ডাটা সেন্টার পলিসি ৩০.১০.২০২১ থেকে মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তাই একমাত্র এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত উদ্যোগগুলি এই পলিসির আওতায় আসবে। এই তারিখের পূর্বে স্থাপিত উদ্যোগগুলি আই টি/আই টি এস ইনসেনটিভ স্কীম ২০১৭-র আওতায় থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে স্থাপিত উদ্যোগের যদি মালিকানা পরিবর্তন হয় তাহলে নতুন মালিকই এই পলিসির সুবিধা পাবেন।

’ত্রিপুরা ডাটা সেন্টার পলিসি-২০২১’ এর আওতাভুক্ত উদ্যোগগুলি যে সব সুযোগ সুবিধা পাবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার, পূর্ত দপ্তর কিংবা বেসরকারি জায়গা যেখানেই উদ্যোগ স্থাপিত হোক না কেন ৫০ শতাংশ ভাড়ায় ছাড় দেওয়া হবে বছরে ১২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। অথবা রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় নাবালিকা ধর্ষিতা, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদম তলায় পনেরো বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশের জালে আটক এক যুবক। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তারা মামলা গ্রহণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

পনেরো বছরের এক নাবালিকাকে মুখ চেপে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এক যুবক। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদম তলায়। ধর্ষিতার পরিবারের লোকজনরা চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় কদমতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মাঠে নেমে অভিযুক্ত জয় নাথ(২০) নামের যুবককে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত জয় নাথকে জেলা আদালতে সোপর্দ করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত রবিবার উত্তর জেলার কদমতলা থানা এলাকার পনেরো বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে ফোন মারফত বাড়ির পাশে আসতে বলে নাবালিকারই বান্ধবী।তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। বান্ধবীকে বিশ্বাস করে বাড়ির পাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার মজুরী না পেয়ে সড়ক অবরোধ করলেন শ্রমকিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রেগার মজুরির টাকা না পেয়ে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুর নগর আর ডি ব্লকের পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের পাখি ত্রিপুরা পাড়ায় মূল সড়ক অবরোধ করলেন ক্ষুব্ধ জনতা। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। দুর্গা পূজার আগে কুড়ি দিনের রেগার মজুরির টাকা না পেয়ে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুর নগর আর ডি ব্লকের পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের পাখি ত্রিপুরা পাড়ায় এলাকাবাসী মিলে রাস্তা য অবরোধ করে।

অবরোধকারীরা জানায় ,তারা বারবার বিডিও, পঞ্চায়েত সচিব, জিআরএস এর সাথে দেখা করেন। এমন কি বিধায়ক, বিডিও, পঞ্চায়েত সচিব, জিআরএস মিটিংয়েও বসেছিল ।কিন্তু আজও টাকা না পেয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে বলে জানায় তারা। অবরোধকারীদের গন্ডাছড়া মহকুমার এসডিপিও জোর জবরদস্তি করে হুমকি-ধমকি দিতে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ। প্রশাসনের দমন-পীড়ন ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে পরবর্তীতে অবরোধকারীরা রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী আবাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাথারকান্দিতে অটো ও লরির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু দশজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ নভেম্বর।। বরাক উপত্যকার পাথারকান্দির বৈঠাখালে অটোও লরির মুখোমুখী সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন দশ জন ।আহত আরও বেশ কয়েকজন।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের বরাক উপত্যকায় এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দশ জন যাত্রী ।মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে পাথারকান্দি থানাধিন বৈঠাখাল চা বাগান এলাকার সরুচলিতা সংলগ্ন আট নং জাতিয় সড়কের উপর ।জানা গেছে ,বৃহস্পতিবার ছিল ছট পূজার শেষ দিন ।এদিন কাকভোরে পূজা দেখতে লঙ্গাই চা বাগান থেকে একটি বাজাজ অটো ভাড়া নিয়ে চালক সহ দশ যাত্রী লোয়াইরপোয়ার ইচাবিলে যান।

এতে ত্রিপুরার এক শিশু কন্যাও ছিল ।তারা ছট পূজা দেখে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয় ।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ,সকাল সাতটা নাগাদ যাত্রীবাহি অটোটি সড়কের বামপাশ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল ।তবে অটোটিতে তিন শিশু সহ যাত্রী সংখ্যা বেশী ছিল ।তখন বিপরিত দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা ত্রিপুরাগামি সিমেন্ট বোজাই লরি অটোটিকে সামনের দিকে অর্তকিতে ধাক্কা দিলে পুরো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। জিবিপি হাসপাতাল ও আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিল সভাগৃহে আজ জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির গভর্নিংবডির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী তথা সদস্যসচিব ডা. শংকর চক্রবর্তী, আগরতলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে কে কুণ্ডু, ডেপুটি এম এস ডা. শিবপদ চক্রবর্তী, ডেপুটি এম এস ডা. বিশ্বজিৎ সূত্রধর ও সমিতির অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ।

সভায় সমিতির কার্যনির্বাহী তথা সদস্যসচিব ডা. শংকর চক্রবর্তী জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির গত বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের স্টেটাস রিপোর্ট ও আগামী দিনের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণের জন্য ১১টি প্রস্তাব সভায় পেশ করেন।

সভায় জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক জানান, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া জিবি হাসপাতালের রোগীর জন্য শেল্টার হাউজও নির্মাণ করা হবে। গড়েতোলা হবে স্থায়ী পার্কিং জোন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে গত ৮ সেপ্টেম্বর রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল তার প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

আগামী দিনে আরও কিছু কাজ করার জন্য আজকের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, নিউরো সার্জারি থেকে শুরু করে হৃদরোগ, অর্থোপেডিক, কিডনীর জটিল সমস্যা আজ আমাদের জিবি হাসপাতালেই সমাধান করা যায়। এর বাইরে পেস মেকার বসানো, এনজিওগ্রাম করা, প্রত্যেক দিন বিভিন্ন অপারেশন এই হাসপাতালেই হচ্ছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর রোগী কল্যাণ সমিতি এবং সরকারি ডাক্তার এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে ডায়ালিসিস করা হয়। বেসরকারি হাসপাতালে তা করতে গেলে ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হতো। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অত্যাধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে নারকেল কুঞ্জ ও ডম্বুর জলাশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি ডম্বর জলাশয় সংলগ মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে নারকেল কু’ ও ডম্বর জলাশয়। এর ফলে আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের রোজগার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ ডম্বর হেলিপ্যাডের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। হেলিপ্যাড উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী আজ অত্যাধুনিক জলযান চালিয়ে ডম্বর জলাশয়ের প্রাক’তিক শোভা উপভোগ করেন। নারিকেলকুঞ্জে চালু হতে চলা বিভিন্ন পরিষেবা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রূপরেখা সম্পর্কেও তিনি অবহিত হন। এরপর স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য ও সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, তুলনামূলক অল্প সময়ের মধ্যে আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে পর্যটন কেন্দ্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর সেই লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ডম্বর জলাশয়কে অত্যাধুনিক পরিষেবা ও সুবিধাযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এসমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এই এলাকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের রোজগার সুযোগ তৈরী হবে। এখানে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে তেইশটি লগ হাট নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ডম্বরে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটকদের এই পর্যটন কেন্দ্রের প্রতি আরও বেশি আক’ষ্ট করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের আরও প্রায় আটটি পর্যটন কেন্দ্রে হেলিপ্যাড নির্মাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে। এই মর্মে সবুজসংকেত মিললেই আটটি হেলিপ্যাড নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা। রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। তার পাশাপাশি কৈলাসহর বিমানবন্দরটি চালু করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে শুরু হতে চলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঢাকা, চিটাগাং ও পরবর্তী সময়ে থাইল্যাণ্ড সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিমান পরিষেবা সূচনা করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ফলে বিদেশি পর্যটকদের রাজ্যমুখী হওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অর্থে ও পর্যটন কেন্দ্র বিকাশে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। এই পর্যটন কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এই অ’লের মানুষের জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। যার মাধ্যমে পর্যটন উপযোগী বিভিন্ন ছোট মাঝারি ব্যবসায় যুক্ত হতে পারেন এই অ’লের মানুষ।

ডম্বর জলাশয় ও নারকেলকু’কে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে সমস্ত রকমের প্রয়াস নেবে রাজ্য সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৬ ▫ ১২ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫২৫ কার্ত্তিক ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনাকে জয় করিল ভারত

কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানীদের। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলশ্রুতিতেই বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ গুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়া ভারত করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সক্ষম হইয়াছে। তাবড় তাবড় দেশ গুলির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে ভারত করুণা প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই সুবাদে করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করিয়া ভারত জয়ী হইয়াছে।এর কৃতিত্ব একদিকে যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঠিক তেমনি কৃতিত্বের অধিকারী দেশের বিজ্ঞানীরা। তাহাদের বিরামহীন প্রচেষ্টায় এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় করোণা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। সেই সুবাদে ভারত ১০০ কোটি ডোজ টিকাকরণ সম্পন্ন করিল। টিকাকরণ কর্মসূচি শুরুর মাত্র ন'মাসের মধ্যেই এল এই সাফল্য। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ এক দুরূহ যাত্রা! বিশেষত ২০২০ সালের গোড়ার দিকে কী পরিস্থিতি ছিল, তাাাহহ ফিরে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। ১০০ বছর বাদে মানব সমাজ আরও এক অতিমারির কবলে। কেউ বিশেষ কিছু জানিতও না এই ভাইরাস সম্পর্কে। মনে পড়ে, কেমন এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময়! দ্রুত চরিত্র বদল করা এক অজানা, অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি হইয়াছিলাম আমরা। সেই আশঙ্কা থেকে আশ্বাসের পথে যাত্রার সূচনা হইল। ক্রমে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানের সুবাদে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল আমাদের দেশ।সমাজের একাধিক অংশকে সঙ্গে নিয়ে এটা সত্যিই ভগীরথের মতো এক প্রয়াস। চেষ্টার মাত্রাটা বুঝিতে গেলে একটা ছোট্ট তথ্য জানিয়া রাখা দরকার। প্রতিটি টিকা দিতে একজন স্বাস্থ্যপরিষেবা কর্মীর সময় লাগে ২ মিনিট। সেই অনুযায়ী এই সাফল্যে পৌঁছিতে লাগিয়াছে প্রায় ৪১ লক্ষ মানব-দিবস অথবা আনুমানিক ১১ হাজার মানব-বর্ষের চেষ্টা।

বড় মাত্রার যে কোন প্রয়াসে দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সবার আস্থা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। এই অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ সেটাই। এই টিকাকরণ এবং তাহার পরবর্তী প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখিয়াছে মানুষ। যদিও অনাস্থা এবং আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা কম হয়নি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র বিদেশি ব্র্যান্ডে আস্থা রাখেন। এমনকী সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেও। তবে, কোভিড-১৯ টিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতবাসী সর্বসম্মতিক্রমে আস্থা রাখিয়াছেন 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ভ্যাকসিনের উপর। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। নাগরিক এবং সরকার যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জন ভাগিদারীর আদর্শকে সামনে রাখিয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারত যে কী করিতে পারে এই টিকাকরণ অভিযান তাহার একটি উদাহরণ। ভারত যখন টিকাকরণ অভিযান শুরু করে, তখন অনেকেই ১৩০ কোটি মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কেউ বলিয়াছিলেন, তিন-চার বছর সময় লাগিবে ভারতের। কাহারও কাহারও দাবি ছিল, মানুষ টিকা নিতে এগিয়ে আসিবেন না। এমনও অনেকে ছিলেন, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, গোটা বিষয়টি অব্যবস্থার চূড়ান্ত হইবে এবং টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এমনকী কেউ কেউ তো এও বলিয়াছিলেন যে, ভারত সরবরাহ শৃঙ্খল অটুট রাখিতে পারিবে না। কিন্তু জনতা কারফিউ এবং তার পরবর্তী লকডাউনের মতোই ভারতবাসী দেখাইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের আস্থাভাজন অংশীদার করিয়া তোলা গেলে কী অভাবনীয় ফলই না হইতে পারে।যখন সকলে এগিয়ে আসেন, তখন অসম্ভব বলিয়া কিছুই থাকে না। আমাদের স্বাস্থ্যপরিষেবা কর্মীরা পাহাড়ে চড়ে, নদী পেরিয়ে দুর্গম জায়গায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন মানুষকে টিকা দিতে। ভারতে টিকা নিয়ে অনাগ্রহীর সংখ্যা ছিল বেশ কম, যা অনেক উন্নত দেশেও দেখা যায়নি। তাহার জন্য আমাদের যুব সমাজ, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মী, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রত্যেকেরই অভিনন্দন প্রাপ্য।

টিকাকরণ অভিযানে অগ্রাধিকার চেয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম চাপ ছিল। কিন্তু সরকার এটা নিশ্চিত করিয়াছে যে, অন্য অনেক কর্মসূচির মতো টিকাকরণ অভিযানেও কোন ভিআইপি সংস্কৃতি থাকিবে না। ২০২০-র গোড়ায় যখন কোভিড-১৯ বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব শুরু করিয়াছিল, তখন থেকেই আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, টিকার সাহায্য নিয়ে এই অতিমারির মোকাবিলা করিতে হইবে। সেইমতো আমরা প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিই। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গঠন করি। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকেই একটি রোডম্যাপ সাজাইয়া ফেলি।আজ পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি দেশই নিজেরা টিকা তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছে।১৮০টিরও বেশি রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে কয়েকটি মাত্র উৎপাদকের ওপরেই নির্ভরশীল। বেশ কিছু দেশ এখনও টিকা পাওয়ার অপেক্ষায়। সেখানে ভারত ১০০ কোটি ডোজের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে সেখানে বহু দে এখনো টিকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।একবার পরিস্থিতিটা ভাবুনযদি ভারতের নিজস্ব টিকা না থাকিত, তাহা হইলে ভারত কীভাবে এই বিশাল জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যাকসিন সংগ্রহ করিত? তাহার জন্য কত বছর সময় লাগিত? এখানেই অভিনন্দন জানাতে হয় ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং উদ্যোগপতিদের, যাঁহারা সময়মতো এগিয়ে আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্যই আজ টিকার ক্ষেত্রে ভারত সত্যিকারের আত্মনির্ভর হইয়া উঠিয়াছে।আমাদের টিকা নির্মাতারা এই বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইতে উৎপাদনও বাড়াইয়াছেন।

২০১৫ সালে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশ সামনের দিকে এগচ্ছে 'টিম ইন্ডিয়া'-র জন্য। এই 'টিম ইন্ডিয়া' আমাদের ১৩০ কোটি মানুষের একটি বড় দল। মানুষের অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা যদি ১৩০ কোটি ভারতীয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ চালাই, তাহা হইলে দেশ প্রতি মুহূর্তে ১৩০ কোটি পা এগিয়ে যাইবে। আমাদের টিকাকরণ অভিযান আরও একবার দেখাইল এই 'টিম ইন্ডিয়া'-র ক্ষমতা। টিকা কর্মসূচিতে ভারতের সাফল্য সারা বিশ্বকে এও দেখাইল যে, 'গণতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারে'!বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানে যে সাফল্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের যুব সমাজ, উদ্ভাবক এবং সরকারের সব স্তরকে জনপরিষেবায় নতুন মাত্রা পৌঁছাইতে উৎসাহিত করিবে বলিয়াই আমরা আশাবাদী।

শ্রাবন্তীর পদ্ম-ত্যাগে সাফাই দলের সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : "বিজেপি করলে টালিগঞ্জে কাজ পাওয়া যায় না।" টালিগঞ্জের তারকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের দল ছাড়ার ঠিক পরেই প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ৯ মাসের পদ্ম-সফরে আচমকা সমাপ্তি। বৃহস্পতিবার সকালে নেটমাধ্যমে ঘোষণা করে বিজেপি ছেড়েছেন। কারণ হিসেবে শ্রাবন্তী উল্লেখ করেছেন, রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ করছে না বিজেপি। শ্রাবন্তীর বয়ান এবং বিজেপি-র রাজ্য সভাপতির বয়ানের ফারাক আকাশ পাতাল। কিন্তু শ্রাবন্তী যে বিজেপি ছাড়ছেন, তার কি কোনও ইঙ্গিত ছিল? সত্যিই কি তাঁর কাজ পেতে সমস্যা হচ্ছিল রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য? সেই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত আচমকা নেওয়া নয়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র গিয়েছিল বিজেপি নেত্রী শ্রাবন্তীর কাছে। ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় বিজয়া সম্মেলনীতে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, তাঁর কাছে আমন্ত্রণপত্র যাওয়াকে রাজনৈতিক ভাবে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তখন তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল এই নিয়ে যে, তিনি বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা না করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আসতে চান না। শ্রাবন্তীর দল ছাড়া নিয়ে বিজেপি-র মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "শ্রাবন্তী স্বেচ্ছায় এসেছিলেন, আবার স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছেন। তাঁর বিজেপি ত্যাগে দলের কোনও সমস্যা হবে না।"

নোবেল কমিটি পথ দেখালেন কিন্তু মানুষের হুঁশ ফিরবে কি?

শোভনলাল চক্রবর্তী

এবছর পদার্থবিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে নোবেল কমিটির তরফে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাকে আগামী দিনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি যে নতুন এমন নয়। এর আগেও বহু বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে পরিবেশকর্মী এই বিষয়ে বিপদঘন্টি বাজিয়েছেন, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষ নির্বিকার। খাতায়কলমে বেশ কিছু কাজ চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ ফলাফল আমরা প্রকাশ্যে দেখতে পাইনি। নোবেল কমিটি এবার এগিয়ে এলেন এবং পুরস্কৃত করলেন এমন তিনজনের কাজকে, যারা উল্লেখযোগ্য আবদান রেখেছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় 'বাটারফ্লাই এফেক্ট' কতাটা আজ অনেকেই শুনেছেন। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় শব্দবন্ধটি। অর্থাৎ প্রকৃতি এতটাই খামখেয়ালি যে নিউইয়র্কে একটি প্রজাতির ডানা নাড়ার ফলে ঝড় উঠে গেল বেজিং শহরে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ত-র যে সব ঘটনা কোনো নির্দিষ্ট ছক মেনে চলে তাকে গণনার মধ্যে আনা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু যে স ব ঘটনা ছকভাঙা তাদের ক্ষেত্রে কী উপায়? এই ছক ভাঙা ব্যবস্থা বোঝাতেই বিজ্ঞানীরা 'বাটারফ্রাই এফেক্ট' উপমাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালেস উপমাটি ব্যবহার করা হয় এটা বোঝাতে যে শুরুতে যদি একটা ছোট্ট ভুল হয়ে যায় তবে পরে শেষ ফলাফলে বড় ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা যাকে বলি তিল থেকে তাল, অনেকটা তাই, বিজ্ঞানীরা একমত যে, আপাতভাবে যে জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছে ছক ভাঙা আসলে তার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে একটা ছক। এই পথ ধরেই বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ ঘটে ক্যাওস থিয়োরিরা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তত্ত্বের। এই তত্ত্ব যে দুটি ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো হল আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, এবং স্টক মার্কেটের শেয়ারের দাম ওঠাপড়ার ব্যাখ্যায়। জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনের যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তাকে গণিতের আওতায় আনতে সফল হয়েছেন সিউকুরো মানাবে ও ক্লাউস হাসেলমান। আবার পরমাণু পর্যায় থেকে গ্রহের বিশাল মাপের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে কীভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যুক্ত হয়ে তাকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ গাণিতিক হিসেবনিকেশ দিয়েছেন জিওর্জিও পারিসি। এই আবিশকারগুলির জন্যই এই তিনজন বিজ্ঞানীকে এবার পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এবারের পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে নোবেল কমিটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিশ্ব উষ্ণায়ন এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে এসব নিয়েই কাজ করেছেন এই তিন বিজ্ঞানী। এমন একটা সময়ে পুরস্কার দেওয়া হল যখন অনেক রাষ্ট্রীয় এই সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। জাপানে জন্ম হলেও সিউকুরো মানাবে বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী। তাঁর বয়স নব্বই বছর। নব্বই পেরিয়ে নোবেল জয়ের নজির খুব বেশি নেই। এবারের তিন বিজয়ীর মধ্যে অর্ধেক পুরস্কার মূল্য পাবেন রোমের স্যাপিয়েজা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকারী অধ্যাপক জিওজিও প্যারিসি। পারিসিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ তাঁর গবেষণায় কাজ অতিক্রম করেছে পদার্থবিদ্যার চেনা গণ্ডি। পারিসির গবেষণা যে কোনো জটিল বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা কসাহায্য করবে, তা সে জীববিদ্যা হোক বা মেশিন লার্নিং হোক, কিংবা গণিত বা স্নায়ুবিদ্যা হোক। সেই ছয়ের দশকে সিউকুরো মানাবে দেখিয়েছিলেন, বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়লে কীভাবে ভবিষ্যতে বিশ্ব উষ্ণায়ড় বাড়বে। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরণের ভারসাম্য ও বায়ুর উলম্ব তলে তাপ পরিবহণের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক গাণিতিকভাবে নির্ণয় করেন। মানাবে যখন এই কাজ করছেন তখন তিনি ছিলেন পরিবেশ বিজ্ঞানের একলা পথের পথিক। কারণ তখন পদার্থবিদ্যার আসল মুগ্ধতা কণা তত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ঘিরে। সেই সময় আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে কোনো বিজ্ঞানী কাজ করলে তাঁদের ঠিক করলে তাঁদের ঠিক জাতের বিজ্ঞানী বলে বিজ্ঞানমহলে মেনে নিত না। বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নামের তালিকা এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্র এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ শতকের শেষের দিকে যখন পরিবেশ বিজ্ঞান জাতে উঠল, তখন মানবের গণিতের ভিত্তিতে আধুনিক সব পরিবেশ মডেল তৈরি হতে থাকে বিশ্বের নানান প্রান্তে। এবারের পদার্থবিদ্যার নোবেলের তৃতীয় বিজয়ী ক্লাউস হাসেলমানের কর্মক্ষেত্র জার্মানির হামবুর্গ শহরের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটর ফর মেটিওরোলজি। আবহাওয়া দ্রুত বদলালেও কেন নির্ভর করা যায় পরিবেশ মডেলগুলোর ওপর তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন হাসেলমান। প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মানুষের নানা কাজের ফল কীভাবে জলবায়ুর উপর প্রভাব ফেলে, আর তার থেকেও বড় কথা কীভাবে তা চেনা যায় সেই পথ বদলেছিলেন এই জার্মান বিজ্ঞানী। তখন মানুষের সময় হয়নি সেই সব কথা মন দিয়ে শোনার । আজ যখন পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের বদলের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে তখন এই সব প্রান্তিক বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর শুনতে মানুষ এবং অবশ্যই নোবেল কমিটি বাধ্য হয়েছেন। নোবেল কমিটির প্রদান থর্স হ্যন্স হানসন বলেছেন যে এই তিনজনের আবিষ্কার থেকে জানা যায় পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে আমরা যা জানি, তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক উপর দাঁড়িয়ে। ভাগ্যিস বললেন, এতদিনের মানুষের মনে আবহাওয়াবিদদের স্পর্কে ধারণা ছিল যে এঁরা যা বলেন, তার উল্টোটাই ঘটে। সেটার কারণ এই যে জলবায়ু এতটাই বিশৃঙ্খল একটা ব্যবস্থা যার সঠিক পূর্বাভাসের জন্য চাই, উপগ্রহ যে ছবি বা বার্তা দিচ্ছে তার দ্রুত বিচার করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং তা সাধারণ মানুষকে জানানো । এই কাজে সহায়ক দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ করতে পারা সুপার কম্পিউটার, যার যোগ্য উত্তরাধিকারী বাইনারি কম্পিউটার। আমেরিকায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক তথ্য জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ১২২টি সুপার কম্পিউটার, চিন ব্যবহার করে ১৮৮টি, আর ভারত? আন্দাজ করতে গিয়ে ঠকতে হতে পারে, মাত্র তিনটি। এরপরের বার আবহাওয়াভবনের পাঠানো ঝড়বৃষ্টির নির্দেশিকা নিয়ে হাসাহাসি করার আগে এই তথাটা মাথায় রাখবেন। মাত্র তিনটি সুপার কম্পিউটার নিয়ে আমাদের দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যে কাজ করছেন তাকে কুর্নিস না জানিয়ে উপায় নেই। বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে যদি সাধারণ মানুষ সচেতন হন, তবে এবারের পদার্থবিদ্যার নোবেল প্রাপকদের নাম ইতিহাস হবে। এঁরা কিন্তু অনেকদিন ধরে বলে আসছেন যে শেষের সেদিন আর খুব দুরে নয়, তবুও কারোর কোনো হেলদোল নেই। এবার যদি রাষ্ট্রনেতাদের কানে কিছু জল ঢোকে, দেখা যাক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ

সাম্য বাঁক

ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি থাকলেও শুধুমাত্র রাসায়নিক নির্ভরতা চাষিভায়েদের আদতে ফসল উৎপাদনে পিছিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু রাজারচলতি নানাবিধ কীটনাশক রাসায়নিক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার জমির চারিত্রিক ক্ষতি করছে। রোগ পোকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এর ব্যবহার হলেও ফলপ্রসু ফলাফল সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের নানান ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাকে আমরা আই পি এম বলে জানি। এই পদ্ধতিতে যান্ত্রিক, পরিচর্যাগত জৈবিক আইনগত বেশ কিছু ব্যবস্থা আছে যাতে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল জমিতে গ্রীষ্মকালীন গবীর চাষ দিতে হবে। এর পর য়েটা করতে হবে তা হল জমিতে সবুজ সার ও জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ সারের জন্য আমরা বিভিন্ন ডালশস্য চাষ করতে পারি জমিতে গোবর সার, সরিষার খৈল, বাদাম খৈল প্রয়োগ করে মাটিতে চাষ দিতে হবে। চাষের এলাকা অনুযায়ী সহনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে, এক্ষেত্রে ব্রি ধান ২৭ ব্রি ধান ৩১ এবং ব্রি ধান ৩৫ প্রভৃতি প্রজাতি চিহ্নিত করতে হবে। বীজতলা থেকে মূলজমিতে ধান রোপনের সময় সু-সংহত উপায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু আগাম সতর্কতা নিতে হয়। প্রথমত বীজ শোধন করে নিতে হবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এরপর এটা দেখা নিতে হবে যে মূল জমি ভালো ভাবে চাষ দেওয়া হয়েছে কিনা। কারণ জমি যত ভালো করে চাষ দেওয়া হবে তত জমিতে পোকা মাকড়ের অত্যাচার কমবে। সর্বদা মাটি পীরক্ষা করার পর তবেই প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োজ থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হলে জমিতে রোগপোকা বাড়বে। এরপর আসা যাক সঠিক বয়সের চারা (ধানগাছের) নির্বাচন প্রসঙ্গে, শুধু উপযুক্ত বয়সের চারাই নয়, সঠিক দূরত্বে, সঠিক গভীরতার রোপন করতে হবে, বাদামী শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণে ৮ লাইন পর পর রোপনের পর ১ লাইন ফাঁক দিতে হবে একে বলা হয় সবসময় মাটি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। সুসংসহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে আরও একটি কাজ নিয়মিত করতে হবে তা রোপনের পর থেকে সাতদিন অন্তর বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে জমি পরিদর্শন এবং ধান গাছের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া প্রতি এক বিঘা জমিতে কমপক্ষে পাঁচটি পাঁখি বসা দাঁড় বসাতে হবে, এতে জমির অনেক ক্ষতিকর পোকা পাখিতে খেয়ে নেবে। জমি পরিদর্শনের সময় কোপার টিবি দেখলে তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে। জমিতে রোগ পোকার প্রমাণ পাওয়া গেলে নাইট্রোজেন চাপান সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে। রোপনের ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে জমি ঘেঁটে দিতে হবে। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে চার ফুট উচুতে আলোক ফাঁদ বসাতে হবে। এতে আলোর সংবেদনশীল পোকাগুলি ধরা পড়ে এবং মারা পড়ে। ফেরোম্যান ফাঁদও প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপকারী পোকামাকড় বৃদ্ধির জন্য চাষি ভায়েরা যেগুলি করতে পারেন--- ধানক্ষেত্রে আলো শশা বা শিম্ জাতীয় ফসল তৈরি করতে হবে। কমিতে পরিমিত জল রাখতে হবে। ফসল কাটার পর চার পাঁচ ঘণ্টা পর জমিতে লাঙল দিতে হবে। ফসল কাটার পর আলো কিছু খড়কুটো বিছিয়ে দিতে হবে। জমিতে বাঁশের বস্টার স্থাপনের মাধ্যমে বোলতা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে। আই পি এম এর সব থেকে উপকারী দিক এতে পরিবেশ দূষিত হয় না, উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, বোলতা, মাকড়শা, লেডি বার্ড, গুই সাপ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়। কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পরিবেশের বারসাম্য রক্ষিত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

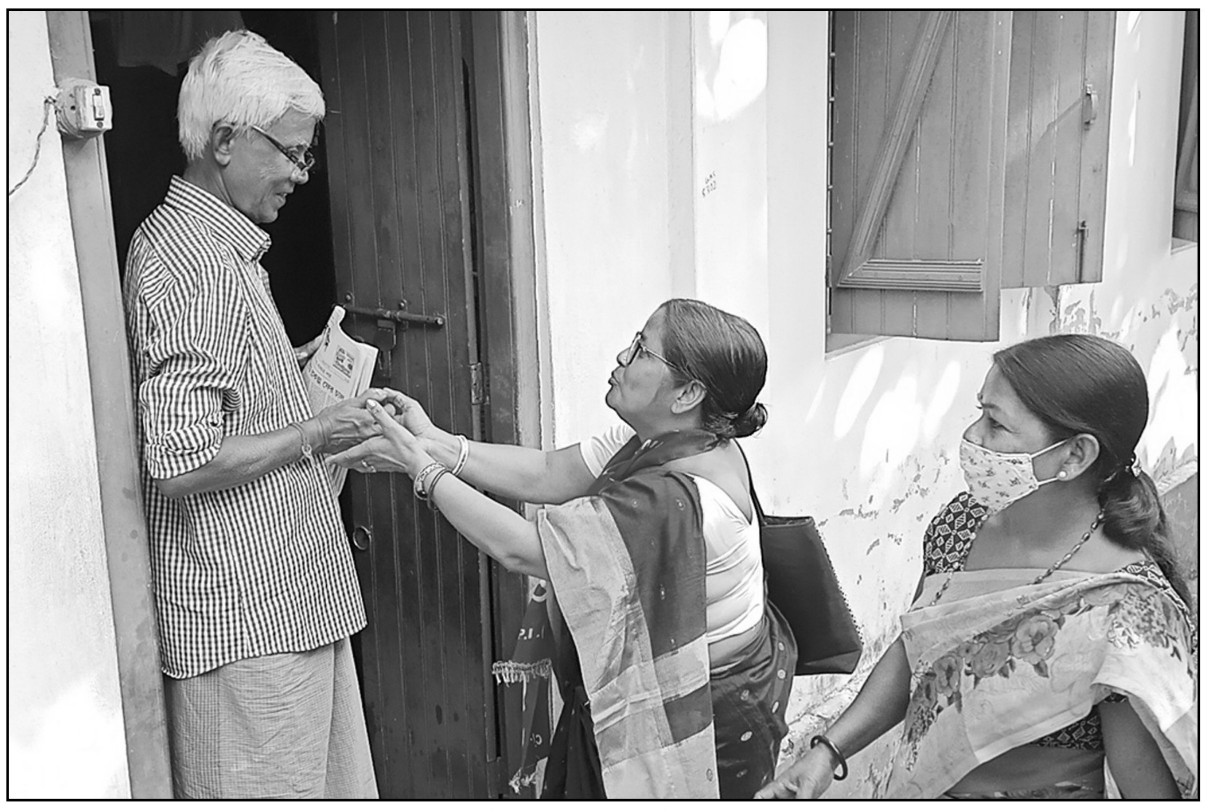

আগরতলা পুর নিগমের ৩১ নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থীর ভোট প্রচার। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

ধর্মাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছায়া যুদ্ধের ছক পাকিস্তানের, মুখ খুললেন বিশিষ্টরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১১ নভেম্বর (হি.স): ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছায়া যুদ্ধ পরিচালনার নতুন ছক কষছে পাকিস্তান। এই লক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জনপ্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে আরবী ভাষায় লেখা ক্যালিওগ্রাফি করা বই পাঠানো হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জনপ্রতিনিধিদের কাছে। তবে পাকিস্তানের এই তৎপরতাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না স্বাধীনতার পক্ষের বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীরা। পাকিস্তানের এই কর্মকান্ডকে ধর্মকে ব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সীমান্তের জনপ্রতিনিধিদের ব্যবহারের নয়া কৌশল হিসেবে মনে করছেন তাঁরা। তাদের মতে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতে জাল নোট পাচার, জঙ্গিদের মদত দেওয়া-সহ নানা কুটকৌশল চালাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কড়া নজরদারি থাকায় তা অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। তাই সরকারের নজরদারী এড়িয়ে পাকিস্তান তাঁদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য ধর্মীয় ভাবে আবেগতাড়িত করে সীমান্তের জনপ্রতিনিধিদেরকে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তের বেনাপোল পৌরসভার মেয়র মো. আরশাফুল আলম লিটন ও বাংলাদেশের ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়র কবির পাকিস্তানের এই কর্মকান্ডের বিষয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সঙ্গে খোলামেলা বার্তালাপ করেছেন। মেয়র আরশাফুল আলম লিটন বলেন, সীমান্তে প্রায় সব বিষয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় হয়ে থাবে। ভারতীয় জাল টাকা পাচারকারীদের সঙ্গেও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে, তবে এরা অনেকেই বর্তমানে আওয়ামী লীগে নাম লেখালেও আগে বিএনপি-জামাতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সাতক্ষীরা সীমান্ত থেকে দেশের প্রায় সব সীমান্তেই পাকিস্তানপন্থীরাই এই সব অবৈধ কারবারের সঙ্গে যুক্ত। তবে, ধর্মীয়ভাবে আবেগতাড়িত করে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ চালানোর লক্ষ্যেই মনে হয় আরবী লেখা বই বিতরণ করা নয়া কৌশল হিসেবে নিয়েছে পাকিস্তান। তিনি বলেন, গত ৩০ অক্টোবর তার কাছে 'আল্লামা-বিল-কালাম' নামে আরবীতে লেখা ক্যালিওগ্রাফি করা একটি বই পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে পাঠানো হয়। বইটি এমন ভাবে করা হয়েছে যে-কোন ধর্মপ্রাণ মুসলিম দেখলেই যেন শ্রদ্ধাভরে মাথানত করে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। আর ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তের জনপ্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভারতের জাল টাকা পাচার জঙ্গি মদত দেওয়া-সহ, সবই করা হবে। পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে দেওয়া বইয়ের সঙ্গে মোবাইল নম্বর-সহ হাইকমিশনারের ভিজিটিং কার্ডও দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বেনাপোলে ভারতের জাল একহাজার টাকা চোরাকারবারীরা বাংলাদেশের চারশ টাকায় বিক্রি করেন। আর সীমান্তের জনপ্রতিনিধিদের হাতে নিতে পারলে স্থানীয় চোরাচালানীদের ব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে সব ধরণের অপরাধ করানো সম্ভব হবে। যাতে মুসলমান-মুসলমান ভাইভাই এই আওয়াজ তুলে সীমান্তের মানুষকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সীমান্তের ন্যায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। উভয় দেশের সরকার পাকিস্তানের এই গোপন মিশনের বিষয়ে সজাগ না হলে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে। মনে রাখতে হবে এই পাকিস্তানীরা ইসলামের কথা বলে ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল, দু'লাখ মা-বোনের সম্মানহানি করেছিল, অসংখ্য ঘরবাড়ি-দোকানপাট পুড়িছে, লুটপাট করেছে।

লেখক সাংবাদিক শাহরিয়র কবির বলেন, ভারত বাংলাদেশের আমাদের চাহিদা মতো বই বিতরণ করে। সৌদি আরব, ইরান কুরানশরিফ বিতরণ করে। তবে মনে রাখতে হবে অন্য দেশের কোনও ধর্মীয় বই বিতরণ করা আর পাকিস্তানের বই বিতরণ করা এক নয়। কোনও কু-কৌশল বা খারাপ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া বই বিতরণ করেনি পাকিস্তান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের আইএসআই বিভিন্ন বিন্যাসে কাজ করছে। ভারতীয় জালনোটে পাচারের সঙ্গে পাকিস্তান তথা আইএসআই সরাসরি জড়িত। তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের হাইকমিশনের কর্মকর্তার জঙ্গি অর্থায়ন ও ভারতীয় জাল রুপির কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তিনি বলেন, আইএসআই শুধু ভারতীয় জালনোট নয়, রোহিঙ্গাদের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। যা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য আরও ভয়াবহ হুমকি ডেকে নিয়ে আসবে। তাই সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করায় নেটিজেনদের ব্যাঙ্গের তোপ শ্রাবন্তীকে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করায় নেটিজেনদের ব্যাঙ্গের তোপে পড়তে হল শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে।

খবরটি ১১টা ৮ মিনিটে তিনি নিজে ফেসবুকে দেন। ৩৩ মিনিটের মধ্যে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১হাজার ১০০, ২৬৫ ও ৬৭। সারা দিন দ্রুত বেড়ে চলে সংখ্যাগুলো।

শুভা দে লিখেছেন, "তৃতীয় বিয়েটাও টিকলো না, বাজার মন্দা ছিল, তাই ওই সুযোগে একটু কামাতে এসেছিলাম। কামাতে পারিনি তাই যেখানে গিয়ে আরোও বেশি কামাতে পারবো সেখানে চললাম। সৌজন্যে- সতী কমিটির চেয়ারম্যান।" সৌম্য চক্রবর্তী লিখেছেন, "নতুন মাছ ধরুন,, কাজে দেবে রাজনীতি করে লাভ নেই, বিদেশি মালদার মাছ কৌরভরা ১০০ ভাই ছিলো, আপনার ১০০ স্বামী দেখে মরতে চাই।"

সৈয়দ মহম্মদ হাসান আসিফ লিখেছেন, "পরকীয়ার প্রধান কারণ বিয়ে।" আদিত্য সাহা রাজা লিখেছেন, "আপনাকে বিজেপিতে আর ফোকাস করতে হবে না। নির্বাচনের পর আপনাকে দেখাই যায়নি। আপনি কালারফুল বয় এমএম-এর সাথে গিয়ে ওহ লাভলি নাচুন।" আনাস মুহাম্মদ লিখেছেন, "গিয়েছিলাম সুখের হাটে সুখ পাখিটা কিনবো বলে/ কিন্তু হায়, একি ! গিয়ে দেখি সুখ বিক্রেতা নিজেই দুঃখী। কিছুটা দুঃখ আমিও কিনে, ফিরলাম এবার আপন নীড়ে।"

পল্লব সামন্ত লিখেছেন, "যে তিনটে বর ছাড়তে পারে তার কাছে বিজেপি দল ছাড়াটা ছোট্ট ব্যাপার।" রাহুল চক্রবর্তী লিখেছেন, "আবার দিদির কাছে ফিরে আসার প্ল্যান করছেন নাকি ? দিদির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। মোদির কাছে যান।" রবি চৌধুরী লিখেছেন, "তুমি তাও সুবিধাবাদী। বিজেপির জোয়ার দেখে যোগ দিয়েছ, নৌকা ডুবাইয়া তুমি এখন লাইফ জ্যাকেট নিয়ে সাঁতার দিচ্ছ।" মহীন্দ্র রায় লিখেছেন, "স্বামী আর দলের সমস্যা, নাকি তোমার নিজের সমস্যা? বারবার সব কিছুই ছাড়ছো কেন জানি।"

বড়ঞায় মন্ত্রী ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ১৬, পুলিশি টহল

কান্দি, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় মন্ত্রী ও বিধায়কের উপর বুধবার সন্ধ্যায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হলেন ১৬ জন। বৃহস্পতিবার তাঁদের তোলা হয় আদালতে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্য তৃণমূল ভবনে চিঠি পাঠিয়েছেন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তবে এ বিষয় তৃণমূলের রাজ্য নেতাদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। বর্ধমানে পথ দুর্ঘটনায় সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ৫ জনের মৃত্যু হয়ে, জখম হয়েছিলেন ৬ জন। বুধবার মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত সাহা, বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা-সহ অন্যান্যরা। সেখানেই গ্রামবাসীরা আক্রমণ করেন তাঁদের। গ্রামবাসীদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের।

ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় পুলিশের একটি গাড়ি এবং সুব্রত সাহা ও বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার গাড়ি। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খায়। বড়ঞা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি। যাতে নতুন করে এলাকা উত্তপ্ত না হয়, সেই কারণে বুধবার রাতেই বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা অভিযোগ করেছিলেন, এই হামলার ঘটনার পিছনে ছিলেন বড়ঞা ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোলাম মুর্শেদ (জর্জ) এবং ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি মাহে আলম। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে ঘটনার তদন্তের দাবি জানাবেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মতোই রাজ্য তৃণমূল ভবনে আবেদন পাঠিয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। ইতিমধ্যেই হামলার ঘটনায় গ্রামের ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভারতে ডিজেল পাচার ঠেকাতে বেনাপোল সীমান্তে কঠোর নজরদারি

মনির হোসেন,ঢাকা,১১ নভেম্বর।। বেনাপোল বন্দর ও সীমান্ত দিয়ে ডিজেল পাচার ঠেকাতে নজরদারি বাড়িয়েছে বিজিবি সদস্যরা। ভারত থেকে আমদানি পণ্য নিয়ে বেনাপোল বন্দরে আসা ট্রাকের তেলের ট্যাংকি স্কেল দিয়ে পরিমাপ করে রেজিস্ট্রার খাতায় লিপিবদ্ধ করছে এবং ওই ট্রাক পণ্য খালাস করে ফিরে যাওয়ার সময় আবারও পরিমাপ করা হচ্ছে।

বুধবার দুপুরে বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি গেটে তেল পাচার রোধে তদারকি করতে দেখা যায় বিজিবি সদস্যদের।

জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি লিটার ডিজেলের যখন মূল্য ছিল ৬৫ টাকা ২০ পয়সা তখন ভারতে মূল্য ছিল প্রতি লিটার ১০১.৫৬ রুপি (বাংলাদেশি টাকায় ১১৮ টাকা ৭৮ পয়সা)। ৪ নভেম্বর রাতে বাংলাদেশে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি লিটার করা হয় ৮০ টাকা। তখন ভারতে ডিজেলের দাম কমিয়ে করা হয় ৮৯.৭৯ রুপি (বাংলাদেশি টাকায় ১০৫ টাকা)। প্রতি লিটারে বাংলাদেশ থেকে ভারতে দাম বেশি ২৫ টাকা। আর এ কারণে ডিজেল পাচারের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আর এ সুযোগটা নিয়ে যাচ্ছিল ভারতীয় এক শ্রেণির পণ্যবাহী ট্রাক চালকরা। সম্প্রতি ভারত থেকে আমদানি পণ্যবাহী ট্রাকে তেল পাচার ও সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে তেল পাচারের সংবাদ প্রচার হওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। বিজিবির হাবিলদার আব্দুল কুদ্দুস বলেন, ভারত থেকে আসার সময় যে তেল ছিল তা আমরা লিখে রেখেছি। যাওয়ার পথে ওই ট্রাকের তেলের পরিমাপ করা হচ্ছে। যদি বেশি পাওয়া যায় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনও এরকম কোনো কিছু পাওয়া যায়নি।

বেনাপোল আমদানি রপ্তানিকারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন জানান, ওপারে ডিজেলের দাম বেশি হওয়ায় বিভিন্ন তেল পাম্প থেকে ব্যারেল ভরে এনে বন্দরের আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে রেখে এসব ডিজেল পাইপের মাধ্যমে ভারতীয় ট্রাকের ট্যাংকিতে ভরে দিত। আর এ কারণে বন্দরের আশেপাশে গড়ে ওঠে ডিজেল পাচারের একটি সিন্ডিকেট। বিজিবি কড়াকড়ি আরোপ করায় এসব সিন্ডিকেট চুপসে গেছে। যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম রেজা বলেন,ভারতে জ্বালানি তেল পাচার রোধে অতিরিক্ত নজরদারি বাড়াতে হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আমরা আমদানি করা পণ্য নিয়ে আসা ভারতীয় ট্রাকগুলোর জ্বালানি তেল স্কেল দিয়ে পরিমাপ করে খাতায় নোট করে রাখছি।ট্রাকগুলো ফিরে যাওয়ার সময় আবারও স্কেল দিয়ে পরিমাপ করা হচ্ছে। পূর্বের এন্টি করে রাখা তেলের পরিমাণ মিলিয়েই ট্রাক ছাড়া হচ্ছে।

সোনিয়া সকাশে গেহলট, কেন্দ্রের কাছে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর আর্জি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের সামগ্রিক প্রতিস্থিতি-সহ নানা বিষয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন অশোক গেহলট। এদিন সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোক গেহলট বলেছেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আরও কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি। কেন্দ্র যদি জ্বালানি তেলের দাম কমায়, তাহলে রাজ্যেও দাম কমে যাবে।...পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। রাজ্যগুলিকে সমর্থন করা উচিত কেন্দ্রের। রাজস্থানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের হাইকমান্ডকে আমি অবগত করেছি।' রাজস্থানে মন্ত্রিসভার রদবদল হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এদিন সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে কী মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে আলোচনা হয়েছে? অশোক গেহলটকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'রাজস্থানে রদবদল নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে দলের হাইকমান্ড। অজয় মাকেনের কাছে সমস্ত তথ্য আছে। রাজ্যে সুশাসন বজায় থাকুক, এটাই আমরা চাইছি।'

"হর ঘর দস্তক" নিয়ে বৈঠক মনসুখের, বললেন করোনা নির্মূল ভাবলে চলবে না

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): "হর ঘর দস্তক" কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযান নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে "হর ঘর দস্তক" টিকাকরণ অভিযান নিয়ে বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে মনসুখ মান্ডব্য বলেছেন, করোনা নির্মূল হয়েছে এমনটা ভাবলে চলবে না। জেলা-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনার জন্য কোউইন ব্যবহার করা যেতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের স্বার্থে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অবশ্যই "হর ঘর দস্তক" কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযানের জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে, যাতে দেশের প্রতিটি পরিবারই টিকা পায়। এছাড়াও টিকাকরণ অভিযান নিয়ে আরও বেশি কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মৃত্যু-মিছিল থামছেই না রাশিয়ায়, করোনার মৃত্যু বেড়ে ২৫১,৬৯১

মস্কো, ১১ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমছেই না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৩৭ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৩৭ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৫১,৬৯১ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৭৫৯ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৯৫২,৪৭২ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৬৮৭,৩১৭ জন।

নবাব বনাম দেবেন্দ্র লড়াইয়ে বাড়ছে উত্তাপ, মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

মুম্বই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নবাব মালিক বনাম দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই দিন দিন উত্তপ্ত হচ্ছে। এবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দেবেন্দ্রর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার হুঁশিয়ারি দিলেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা নবাব মালিক। বৃহস্পতিবার নবাব মালিক জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে ক্ষমা না চাইলে, দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের নামে মানহানির মামলা দায়ের করব।' কিন্তু, কেন এত রেগে গেলেন নবাব মালিক? দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ অভিযোগ করেছেন, নবাব মালিকদের বাড়িতে মাদক পাওয়া গিয়েছে। দেবেন্দ্রর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আইনি নোটিশও পাঠিয়েছেন নবাব মালিকের মেয়ে। বৃহস্পতিবার এনসিপি নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে ক্ষমা না চাইলে, দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করব আমরা।'

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে জবাব কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : ইকো পার্কের 'ভোজসভা' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বুধবার তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তার পাল্টা দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছিলেন, "কেউ উপলব্ধি তৈরি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, শোকে আচ্ছন্ন হয়ে প্রয়াত সুব্রত মুখার্জির বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। পরিবর্তে সহস্রাধিক অতিথির একটি জমকালো পার্টিতে যোগদান করা বেছে নেন। ভোজে ৩০টি আইটেমের সুস্বাদু মেনু ছিল। সুব্রতদাকে সম্মান দেওয়া বৃহস্পতিবার কুণাল টুইটে লিখেছেন, "সুব্রত মুখার্জিকে সম্মান দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দুর কাছ থেকে শিখবেন না। ২০০৯ সালে ওর বাবা শিশির অধিকারীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শপথের অনুষ্ঠান বয়কট করে ও কেন ফিরে এসেছিল, কেন ওর বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন, সেটা একটু প্রকাশ্যে আলোচনা হবে নাকি?"

এনসিবি-র ডিজি হলেন এস এন প্রধান, ২০২৪-এর ৩১ আগস্ট অবধি থাকবেন দায়িত্বে

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)-র পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর জেনারেল হলেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) অফিসার সত্য নারায়ণ প্রধান। ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ না আসা অবধি নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এস এন প্রধানকে। ঝাড়খন্ড ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র ডিরেক্টর জেনারেলের পাশাপাশি এনসিবি-র প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। রাকেশ আস্থানা দিল্লির পুলিশ কমিশনার হওয়ার পর এনসিবি-র ডিরেক্টর জেনারেল পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রধানকে। মঙ্গলবারই এনডিআরএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল করা হয়েছে ১৯৮৮ ব্যাচের গুজরাট ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অতুল কারওয়ালকে। এরপরই এনসিবি-র পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর জেনারেল করা হয়েছে এস এন প্রধানকে।

উপ-নির্বাচনে বিজয়ী পাঁচ বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করালেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : গত ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে বিজয়ী রাজ্যের পাঁচ নবনির্বাচিত বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় অসম বিধানসভার সভাকক্ষে বিধায়ক পদে যাঁরা শপথ নিয়েছেন তাঁরা যথাক্রমে ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁওের জিরন বসুমতারি (জোটশরিক দল ইউপিপিএল), ৪১ নম্বর ভবানীপুরের ফণীধর তালুকদার (বিজেপি), ৫৮ নম্বর তামুলপুরের জলেন দৈমারি (ইউপিপিএল), ১০১ নম্বর মরিয়নির রূপজ্যোতি কুর্মি (বিজেপি) এবং ১০৭ নম্বর থাওড়া আসনের সুশান্ত বড়গোহাঁই (বিজেপি)।

সদ্যসমাপ্ত উপ-নির্বাচনে বিজয়ী পাঁচ নবনির্বাচিতের মধ্যে দুই বিধায়ক কংগ্রেস এবং একজন এআইইউডিএফ থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। ফলে তিন আসন যথাক্রমে মরিয়নি, থাওড়া এবং ভবানীপুরে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া তামুলপুরে ইউপিপিএল-এর টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক লেহোরাম বড়ো এবং গোসাঁইগাঁও কেন্দ্রে বিপিএফ-এর বিধায়ক মাজেন্দ্র নার্জারির কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। তাই ওই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদ্যসমাপ্ত উপ-নির্বাচনের ফলাফলের পর ১২৬ আসনের রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা ৫৯ থেকে বেড়ে ৬২ হয়েছে। সেভাবে বিজেপির শরিকদল ইউপিপিএল-এর ৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭-। অন্যদিকে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২৯ থেকে কমে ২৭ এবং এআইইউডিএফ-এরও সংখ্যা ১৫-তে নেমেছে। এদিকে আরও একটি আসন মাজুলিতেও উপ-নির্বাচন হবে। ওই আসনের বিধায়ক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল রাজ্যসভায় নির্বাচিত হলে ওই আসন শূন্য হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, সর্বানন্দ সনোয়াল এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বর্তমানে বিধানসভায় বিজেপি জোটশরিকের সংখ্যা ৭৮-এ গিয়ে পৌঁছেছে। অসম বিধানসভায় বিভিন্ন দলের বিধায়কের সংখ্যা যথাক্রমে বিজেপির ৬২, কংগ্রেসের ২৭, এআইইউডিএফ-এর ১৫, জোটশরিক অগপ-র ৯, জোটশরিক ইউপিপিএল-এর ৭, বিপিএফ-এর ৩, সিপিআই (এম)-এর ১ এবং নির্দলীয় (রাইজর দল) ১-।

আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কম খরচে সুষম খাদ্য

আজ আমাদের জীবন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। একদন্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। ফলে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই আজ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অল্প বয়স থেকেই আমরা ভারতীয়রা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি সমস্যায় ভুগি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। তাছাড়া ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে ভারতকে নিংড়ে নিচ্ছে তাতে কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষেরনুন আনতে পান্তা পুরাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেযষ করে আজকের দিনে প্রয়োজন কম খরচে সুস্থ থাকা।

সুষম খাদ্য ব্যালান্সড ডায়েট বলতে বোঝায় এমন কয়েকটি খাদ্য সমষ্টি বা খাদ্যাভ্যাস যা আমাদের শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতেপারে, বিভিন্ন রোগকে প্রতিহত করার বা সারিয়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। আমাদের দেহে প্রতিদিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত ২২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। তবে যারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালরির মাত্রা ৩০০ কিলো ক্যালিরি হওয়া উচিত। আবার একইভাবে যারা বি শেষ একটা পরিশ্রম করেন না তাদের শরীরে প্রতিদিন ১৬০০ কিলো ক্যালরি শক্তি যথেষ্ট। এি কালরি মাত্রার সঙ্গে শরীরের কোষ কলা ইত্যাদির ক্ষয় রোধের জন্য খাদ্যে ক্যালরি এবং প্রোটিনের অনুপাত সুষমভাবে বজায় রাখাটা জরুরি। তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণ আজে অনেকেই হয়ত নিয়মিত মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকার বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যে কোনো মরশুমেই বাজারের প্রথম আসা ফল এবং সবজিগুলির দাম অত্যন্ত বেশি থাকায় সেগুলোকে এড়িয়ে চলা যেতে পারে। কিছুদিন পরে দাম কমলে সহজেই আবার কিনে ফেলা যায়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলেও বাজারে শাক সবজির দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজ বা আলুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কম খরচে সুষম খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করাযায় এই পদ্ধতি পরিকল্পনায় বিষয়টি নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্টি সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তির জীবনযাপনের গুণগত মানের ওপর। তাছাড়া দেখতে হবে যে উক্ত সুস্বাদু এবং সুষম খাবার তৈরি করবার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু পদ্ধতি সকলেই অনুসরণ করতে পারেন।

শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি দানা শস্য না খেয়ে বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের মিশ্রণ খাওয়াটা অনেক বেশি পুষ্টিকর। যেমন প্রতিদিন শুধুমাত্র ভাত না খেয়ে খাদ্য তালিকায় জোয়ার বাজরা, গম রাগি ইত্যাদি মিশ্রণে ডালিয়া, খিচুড়ি, বা রুটি খাওয়ার অভ্যাস করলে দেহ অনেক বেশি পুষ্টিলাভ করতে পারবে। কম খরচে এই খাদ্য তালিকায় সয়াবিন, রাজমা, কলাইয়ের ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানগুলি মিশিয়ে নিলে ক্যালরি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে কোনো অসুবিধা হবে না। পরোটা এবং লুচির ক্ষেত্রে ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলেও বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আবার আটা,, ময়দা বা বাসমতি চালের ক্ষেত্রে প্যাকেটের থেকে খোলা বাজারে দাম অনেক সস্তা হয়।তাছাড়া খাদ্য সমানুপাতিক হারে জল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, তন্তুজ পর্দার্থ, ভিটামিন, খনিজ পুষ্টি, উৎসেচক পদার্থ এবং আরো কিছু সক্রিয় জৈব উপাদান বা বায়ো অ্যাকটিভ জাতীয় পদার্থগুলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

এই খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ৫০ গ্রামের অতি স বুজ উপাদানে ভরপুর একটি সবজির পদ যোগ করলে শরীরে ভিটামিন এ লোহা এবং ফ লিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। এই সবজির তালিকায় মেথি শাক, পালং শাক, ধনেপাতা সজনে ডাঁটা ইত্যাদির উপাদানগুলিকে রাখা যেতে পারে।

শরীরের দৈনন্দিন চাহিদা মতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি সরবরাহের জন্য কম খরচে পাকা কলা, পেঁপে এবং পেয়ারা খুবই উপযোগী। এই ফলগুলো সহজলভ্যও বটে। এই তালিকায় ডুমুর, কতবেল, করমচা, বেল, থোড়, মোচা ইত্যাদি পদগুলি উপাদেয়।

দেহের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমানের প্রোটিনের জন্য অন্তত ১৫০ মিলিলিটার দুধ খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুধ শরীরে ভিটামিন বি ১২, রাইভোফ্লাবিন এবং ক্যালশিয়ামের যোগান বাড়াতে সাহায্য করে। চা, কফি বা লস্যির মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় দুধের মাত্রা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এক চামচমধু সহযোগে দুধ পান করলে তা দেহের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের শরীরের সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় র াসায়নিক সংকেত দ্বারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আহার তালিকায় অন্তত ১০গ্রাম ভোজ্য তেল রাখা উচিত এই তেল শরীরে অতিরিক্ত শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাছাড়া প্রয়োজনুসারে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহের কাজে অ্যাসিডগুলি শরীরে অন্তনির্হিত পরিচালন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এই ভোজ্য তেলের তালিকায় সরষের তেলের সঙ্গে তিলের তেল, সয়াবিন তেল বা রাইস ব্রান অয়েল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিকেলের খাবারে কম খরচে মুড়ি, চিঁড়া, মুখরোচকক খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে বেশি মশলার ব্যবহার না করাই ভালো। জলখাবারে সবজির ব্যবহারও বেশ সস্তা।

দেহের প্রয়োজনানুসারে লোহা বা আয়রনের সঙ্গে ভিটামিনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য গুড় বা গুড়জাত খাবার যেমন মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি সকালের টিফিনে রাখা যেতে পারে। গুড়ের সঙ্গে অংকুরিত ছোলা মিশিয়ে মন্ড প্রস্তুত করে অনেকেই প্রাতঃরাশ সারেন। র াতেরর খাবারে ভাত না খেয়ে মাঝেমধ্যে দুধ সাবু খেলে স্বাদেরও পরিবর্তন হয়।

আজকাল বাজারে ফাস্টফুডের রমরমা। বাজার থেকে ভাজা খাবার না কিনে ঘরে তৈরি সিদ্ধ খাবার খেলে শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। স্যালাডের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে খাদ্যাভ্যাসের একঘেয়েমি দূর হবে। যেমন অঙ্কুরিত কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ আলু, পেঁয়াজ এবং নুন গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে সুস্বাদু স্যালাড বানানো যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় যে, সস্তায় সুষম খাদ্যের সন্ধান কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন বিতর্কমূলক পদক্ষেপ এবং একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। দামি সস্তা বা ভালো খারাপের যথাযথ সমন্বয় এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া বর্তমানে ডায়াটিশিয়ানরা শরীর আন্দাজে ডায়েট চার্ট তৈরি ককরে দিচ্ছেন। ফলে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় তৈরি হলেও তাদের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস শুরু করা উচিত।

দাঁতের শিরশিরানির সমস্যা

দাঁতের হাইপারসেনসিটিভিটি বা শিরশিরানি কেন হয় সেটা বলার আগে দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলে দেওয়া যাক। দাঁতের দুটো স্তর। দাঁতের বাইরের অংশে যে প্রলেপ থাকে সেটা হল এনামেল আর ভেতরের অংশটি হল ডেন্টিন। আর এনামেল ক্ষয়ে গেলে ডেন্টিন বাইরে বেরিয়ে যায়। আর তখনই কোনো ঠান্ডা কিছু খেলে দাঁত শিরশিরানি শুরু হয়ে যায়।

এনামেল ক্ষয়ের কারণ---

এনামেল ক্ষয়ের একটা বড় কারণ হল ডেন্টাল ক্যারিজ। যেটাকে আমরা ক্যাভিটি বলে থাকি।

আসলে আমাদের মুখে এমনিতেই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

আর আমরা যখন খাবার খাই সে খাবারের কোনো অংশ যদি দাতের ফাঁকে কোনোভাবে ঢুকে যায় তখনই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সে খাবার পচিয়ে দাঁতে অ্যাসিড তৈরি করে। আর তা থেকেই দাঁতে দেখা দেয় ক্যাভিটির সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, দাঁতের ডেন্টিনের সঙ্গেই নার্ভের শেষাংশ সংযুক্তে থাকে। ফলে ডেন্টিন বেরিয়ে গেলেই এই শিরশিরানির সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের একটা লেয়ার ক্ষয়ে গেল মানেই সেনসিটিভিটি শুরু হল।

ক্যাভিটি হওয়ার কারণ—

ক্যাভিটি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল বুল পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা। বেশিরভাগ মানুষই পদ্ধতি মেনে ব্রাশ করে না. দাঁত মাজার আসল নিয়মই হল ওপর নীচ করে। কিন্তু প্রায় সকলেই সোজাসুজি দাঁত মাজতে অভ্যস্ত। এর ফলে মাড়ি আর দাঁতের সংযোগস্থল ঘষে যায়। এনামেলের অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার ঠিকমতো দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না।

আর এর ফলেই দাঁতে ক্যাভিটি হতে থাকে।

চিকিৎসা কেমন—

চিকিৎসার প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, শুধু ঠান্ডা থেকেই দাঁতের শিরশিরানি হয়এমন নয়। গরম থেকেও এমন সমস্যা হতে পারে। যদি শুধু ঠান্ডা থেকে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাভিটির সমস্যা ভেতরের নার্ভকে স্পর্শ করেনি। এক্ষেত্রে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে হয়। যাতে নতুন করে আর সংক্রমণ না হয়।

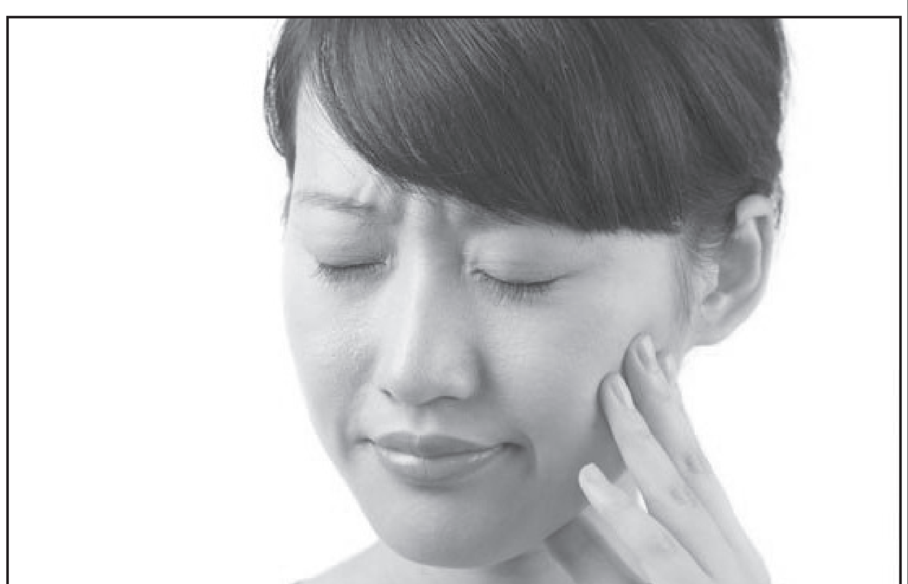

শরীর চুলকানি থেকে মুক্তি

শরীর চুলকানি কোন নতুন সমস্যা নয়। বিভিন্ন কারণেই দেহে চুলকানি হতে পারে। অনেক সময়ই আমাদের হাতে, পায়ে, পিঠে চুলকানি হয়। তা কোন শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াই হতে পারে কোনো ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ যা আমরা হাত দিয়ে চুলকালেই সেরে যায়। তবে অন্যান্য ধরনের কিছু চুলকানি হয়ে থাকে যেমন--- এলার্জি মশার কামড় কিংবা যে কোনো পোকার কামড়, শরীরে কোন জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হাত পা ছিলে গেলে তা শুকানোর সময়ও চুলকানি হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাগুলোতে হাত দিয়ে চুলকিয়েই আরাম পাওয়া যায় না। বেশি সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখাতে হয় কিংবা ঘরোয়া উপায়েও সারিয়ে তোলা হয়। তাই যে কোন রকমের চুলকানি সারিয়ে তুলতে আপনি সাহায্য নিতে পারেন প্রাকৃতিক কিছু জিনিসের। চলুন জেনে নিই, জিনিসগুলো ও তার ব্যবহার সম্পর্কে।

লেবু— ভিটামিন সি তে ভরপুর লেবু যে কোন চুলকানি খুব সহজেই দূর করে দেয়। বিশেষ করে লেবুর ভোলাটাইল তেল শরীরের যে কোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে তেল শরীরের যেকোন রকমের চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে থাকে। লেবু টুকরো করে কেটে নিয়ে চুলকানির স্থানে কিছুক্ষণ ঘষুন দেখবেন চুলকানি কমে যাবে।

যদি আপনার ত্বক খুব নাজুক হয়ে থাকে তাহলে খুব সহজেই পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন কারণ এর কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া নেই এবং এই জেলিতে কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নেই যা আপনার ত্বকের ক্ষতি করবে। তাই শরীরের কোন অংশে চুলকানি হলে আপনি পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে পারেন। চুলকানি অ্যালোভেরা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চারাইজিং ক্ষমতা। এবং এটি আমাদের ত্বকের জন্য খুব ভালো। শরীরের যে কোন জায়গায় চুলকানি হলে অ্যালোভেরা কেটে এক টুকরো নিয়ে সেখানে ঘষুন চুলকানি চলে যাবে। তুলসি পাতা কর্পূর সমৃদ্ধ তুলসী পাতা ত্বকের যে কোন ধরনের জ্বালা পোড়া ও চুলকানি থামাতে সহায়তা করে। কয়েকটি তুলসি পাতা নিয়ে ধুয়ে নিন তারপর যেখানে চুলকানি হয়েছে সেখানে পাতাগুলো কিছুক্ষণ ঘষুন। অথবা কিছু তুলসী পাতা জলে দিয়ে সিদ্ধ করে সে জল বরফ করুন এবং চুলকানি স্থানে ঘষুন।

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো চমৎকার একটি সন্ধ্যার কথা মনে করুন তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা অফিস শেষে সবাই মিলে কোনো এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একগাদা খাবার অর্ডার দেওয়া, তারপর হুল্লোড় করে খেয়ে-দেয়ে জম্পেশ আড্ডার পর ঘরে ফেরা। আর এভাবেই রাতটা পার করা। এভাবে সন্ধ্যা কাটিয়ে মনের ক্লান্তি তাড়ান যতটাই জুতসই, ঠিক ততটাই কিন্তু ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য। তাহলে উপায় কী? বন্ধুদের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া? নাকি আড্ডায় গিয়ে কিছু খাব না, বলে ক্ষুধা পেটে মুখে গোমরা করে বসে থাকা? এসবের কোনো কিছুরই আসলে প্রয়োজন নেই। আড্ডায় যাবেন। খাবারও খাবেন, বন্ধুদের সঙ্গও দেবেন।

শুধু কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলুন। আর খেতেই যদি হয় তবে একবাটি সালাদ খেয়ে এরপর খান বন্ধুদের অর্ডার দেওয়া খাবারের সামান্য অংশ। পাস্তা ঃ এক প্লেট পাস্তায়, এক প্লেট ভাতের থেকেও বেশি ক্যালরি থাকে। পাস্তা আসলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। এই খাবারের সঙ্গে যখন চিজ বা অলিভওয়েল মেশানো হয় তখন এর ক্যালরিগুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্ধের পর পাস্তা যদি খেতেই হয় তবে সালাদ বা সুপ খেয়ে এরপর ছয়জন মিলে খান এক বাটি পাস্তা। পিজা ঃ এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। চিইজি জুসি, পিজার একটি কামড় মনকে ঝটপট চাঙা করে দেয়। আবার এই এক টুকরা চিইজি পিজাই পারে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি নির্জীব করে দিতে। পিজার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব বেশি অর্থাৎ সামান্য পিজাও আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে রক্তে চিনির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

যা শরীরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে অল্প সয়ে ওজন বাড়ায়। মিষ্টি ঃ ক্যান্ডি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেলে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন। হাসছেন? বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যেকোনো সুগারি খাবার ব্রেনকে অতিরিক্ত সচল করে তোলে। আমাদের শরীর যেকোনো খাবার থেকেই তার প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকু সংগ্রহ করে নেয়।

আলাদা করে চিনি বা সুগারি কিছু খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাতে প্রশান্ত সুন্দর, বিরতিহীন ঘুম চাইলে বিকেলের পর ক্যান্ডি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন। প্রোটিন আর আয়রনের খুব ভালো উৎস, তবে ২৫ বছর বয়সের পর এই খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে থাকুন। রেড মিট হজম হতে সময় নেয় বেশি। আর আমাদের শরীরের মেটাবলিক প্রক্রিয়া বিকেলের পর থেকেই ধীর হতে শুরু করে। ফলে সন্ধ্যার পর রেড মিট খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চকলেট ঃ ডার্ক চকলেট হার্টের জন্য উপকারী। এক টুকরা ডার্ক চককলেট দিনের যেকোনো সময়ে আপনি খেতেই পারেন। সন্ধের পর এই চকলেট বা এই চকলেট দিয়ে বানানো কোনো খাবার ব্রোকলি বা বাঁধাকপির সুপ বা দেশি মশলায় রান্না পাতলা ঝোলের তরকারি হিসেবে খেতে পারেন বাঁধাকপি। তবে এই সব্জীগুলো সালাদ হিসেবে বা প্রচুর পরিমাণে বেশি রাতে না খাওয়াই ভালো।বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে আঁশের পরিমাণ বেশিষ ফলে অনেক রাতে খেলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। পানীয় ঃ কোক, কফি, চা এসবে ট্যানিন এবং ক্যাফিন দুটোই উপস্থিত। যা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত সচল আর উদ্দীপিত করে তোলে। সন্ধ্যার পর তাই চা, কফি, কোক না খাওয়াই ভালো। চিপস ঃ কুড়মুড়ে চিপস খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। তবে চিপসে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে, ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণও অনেক বেশি। ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট চিপস থেকে প্রায় ৫২৫ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। যেখানে সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন ১৮'শ থেকে ২ হাজার কিলো-ক্যালরি। ভেবে দেখুন, সামান্য এক প্যাকেট চিপস সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার ৪ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করে দিতে যথেষ্ট। পাশাপাশি চিপসে লবণ বেশি থাকে, তাই এই খাবার ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা রাখে। তাই মুভি দেখার সময় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় চিপসের প্যাকেটের বদলে বাদাম খান বা ছোলা মুড়ি। খাবার দুটি দেখতে অতটা স্মার্ট না হলে কী হবে, আপনাকে স্মার্ট আর ছিপছিপে রাখতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

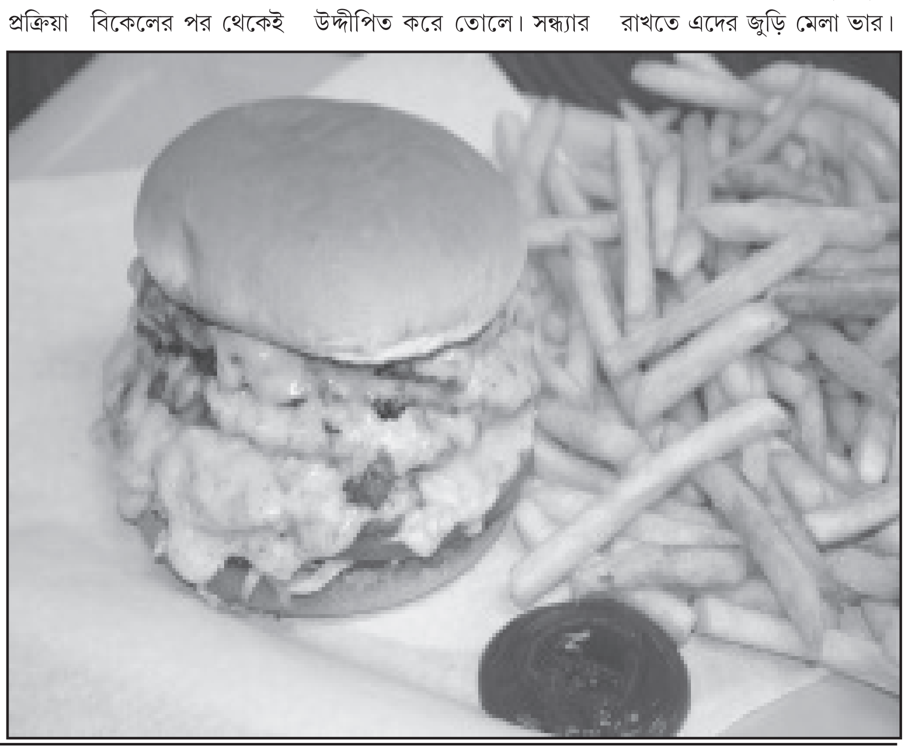

গুণবান রেসিপি

ভোজনপ্রিয় বাঙালির কাছে বেগুন জনপ্রিয় সব্জী। বেগুন সাধারণত ভেজে, ভর্তা করে কিংবা ঝোল করে খাওয়া হয়। বেগুন রান্নায় খানিকটা বৈচিত্র্য আনলে স্বাদ যেন বেড়ে যায় আরও এক ধাপ। বেগুনের স্বাদ আরো এক ধাপ বাড়াতে তুলে ধরা হলো বেগুন বাহারের রেসিপি।

যা যা লাগবে ঃ ছোট বেগুন ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চামচ, ধনে গুড়া আধা চামচ জিরা বাটা ১ চামচ, গরম মশলা বাটা আধা চামচ, কাঠ বাদাম ১ চামচ, কিসমিস বাটা ১ চামচ, ঘি ১ চামচ, তেল ২ চামচ, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন ঃ বেগুনের নিচের দিকে চিড়ে নিন। লবণ, হলুদ ও মরিচের গুড়া সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেগুনের গায়ে মেখে ১ ঘন্টা রেখে দিন। এরপর ফ্রাইপনে তেল দিয়ে অল্প তাপে বেগুন ভেজে নিন। ভাজার সময় খেয়াল রাখবেন ভাজা যেন কড়া না হয়। বেগুন ভাজা তুলে তাতে ঘি ও বাকি তেল দিয়ে গরম করুন। তাতে পেঁয়াজ বাটা ও আদা বাটা, লবণ ও গুড়া মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে টকদই, বাদামবাটা ও কিসমিস দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল উঠে এলে অল্প জল দিয়ে নিন। কষানো মশলা ঘন হয়ে এলে ভাজা বেগুন গুলো দিয়ে অল্প তাপে ৫ থেকে ৬ মিনিট ঢেকে রাখুন। ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। পোলাও, গরম ভাত কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন বেগুন বাহার।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় একটি রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। ছবি ঃ নিজস্ব।

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন সন্তান ও এক ভাতিজাকে হারিয়ে বার বার সংজ্ঞা হারাচ্ছেন লঙ্গাই বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি

লঙ্গাই (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : ছট পূজা দেখে আর ঘরে ফেরা হল না বিভিন্ন বয়সি দশ পুণ্যার্থীর। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একই পরিবারের চার সদস্য। মর্মান্তিক ঘটনায় অন্যান্য পরিবারের পাশাপাশি পাথারকান্দির লঙ্গাই চা বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি অমৃতদাস পানিকারের বাড়িতে বিরাজ করছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বাড়ির লোকজন আপনজনের অকালমৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। বুক চাপড়ে কান্নার রোল পড়েছে গোটা মহল্লায়। দুই কন্যা, এক পুত্র এবং এক ভাতিজাকে হারিয়ে অমৃতদাস পানিকা জীবন্ত কাঠ হয়ে গেছেন। অমৃতদাসের স্ত্রী মণি পানিকা শিশুদের ছোট ছোট রেখে কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। ফলে প্রতিটি সন্তানকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন বাবা অমৃত। তাই নিজের সন্তান এবং ভাতিজাহারা অমৃতবাবু শিশুদের স্মৃতি স্মরণ করে বার বার সংজ্ঞা হারাচ্ছেন। কেউই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারছেন না। আজ সকালে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর দুই কন্যা যথাক্রমে দুজাবাই পানিকা (২৫) ও সালুবাই পানিকা (১৯), এক ছেলে গৌরবদাস পানিকা (১২) এবং ভাতিজা শম্ভুদাস পানিকা (১০) চোখের পলকে জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়ে মারা গেছে। গ্রামের মানুষ জানান, নিহত শম্ভু অমৃতবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তার বাবার নাম মিলনদাস পানিকা। তাঁরা প্রথমে লঙ্গাই চা বাগানে একান্নবর্তী পরিবারের বসবাস করলেও গত কয়েক বছর ধরে মেদলি বাগানে গিয়ে বাস করছেন। ছট পূজা দেখতে ছোট্ট শম্ভু এসেছিল জ্যেঠুর বাড়িতে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সে-ও মারা গেছে ভাই-বোনদের সঙ্গে। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর থেকে পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসে পিসতুতো বোন মঙ্গলিকা কর্মকার (১৯)-কে সঙ্গে নিয়ে পূজা দেখতে গিয়েছিল ছোট্ট শিশুকন্যা তপু কর্মকার (৮)। কিন্তু সে এবং তার পিসতুতো বোনও এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। সব মিলিয়ে লঙ্গাই বাগানের বাতাসে এখন শুধু বুকফাঁটা আর্তনাদের শব্দ। আজকের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েন পড়শি দিসু গোস্বামীর ছোট ভাই লালন গোস্বামীও (২৮)। একইভাবে মারা গেছেন সুনীল গোঁড়ের স্ত্রী পূজা গোড় (২৪) এবং তাঁদের একমাত্র শিশুসন্তান দেব গোড় (১১)। পাশাপাশি সংকটজনক অবস্থায় অন্তিম শ্বাস নিয়ে করিমগঞ্জ সিভাল হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলেও শেষ রক্ষা হয়নি অটোচালক তথা স্থানীয় বাগানের কেতু রীয়ের ছেলে সনু রীর।

বৈঠাখালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতদের পরিবারবর্গকে এক লক্ষ টাকা করে সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পাথারকান্দি (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বৈঠাখালে সংঘটিত ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় দশজনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি নিহতদের নিকট-আত্মীয়দের এককালীন এক লক্ষ টাকা করে সাহায্যরাশি দেওয়ারও ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি ঘাতক সিমেন্ট-বোঝাই ট্রাকের পলাতক চালককে শীঘ্র পাকড়াও করতে পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা এ মুহূর্তে দিল্লিতে অবস্থান করছেন।

এদিকে নিজের নির্বাচন কেন্দ্র পাথারকান্দির বৈঠাখালে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু-মহিলা সহ দশজনের মর্মান্তিক অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুম্বাইয়ে অবস্থানরত স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক পোস্টে তিনি আজ সকালে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্থানীয় জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করে মৃতদের আত্মার সদ্গতি ও চিরশান্তি কামনা করেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু। তিনি লিখেছেন, নিহতদের শনাক্তকরণ এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সবধরনের সহায়তা করতে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু আরও লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে এক লক্ষ টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছেন।

প্রবল বর্ষণে চেন্নাইয়ে স্থগিত হল বিমান অবতরণ

চেন্নাই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): প্রবল বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে লন্ডভন্ড চেন্নাই। এহেন অবস্থায় নিরাপত্তার কারনে উড়ান অবতরণ স্থগিত রাখলেন চেন্নাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার বেলায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে দুপুর সওয়া ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কোনও বিমান অবতরণ করবে না। তবে পূর্ব নির্দিষ্ট বিধি মেনেই বিমান উড়বে।

শনিবার বিকেল থেকে নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টিপাত চলছে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই-সহ অন্তত ২০টি জেলায়। বন্যা পরিস্থিতি পুদুচেরীতেও। প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতাধিক বাড়ি। চেন্নাই এবং শহরতলির বেশ কিছু এলাকা ইতিমধ্যেই জলের নীচে।এ পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। আপাতত দুর্যোগ কমার ইঙ্গিত না থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। ফলে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর বেশ কিছু অংশে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলতে পারে। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর চেন্নাই, চেঙ্গলপাট্টু, ভিলপ্পুরম, কাঞ্চিপুরম-সহ ছ'টি জেলায় 'লাল সতর্কতা' জারি করা হয়েছিল। বুধবার মোট ২০টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়। পরিসংখ্যান বলছে এ বছর চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জেলায় অন্তত দেড় গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। চেন্নাইয়ে সাধারণ ভাবে নভেম্বরের গোড়া পর্যন্ত ৪১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হলেও এ বছর তা ৬১ সেন্টিমিটার ছুঁয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার

বৃহস্পতিবার ১৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

পাকিস্তানে ভেঙে ফেলা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি আহমেদ

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মৌলবাদীদের তাণ্ডবে পাকিস্তানের মন্দিরগুলির অস্তিত্ব সংকটে। এহেন পরিস্থিতিতে এক ব্যতিক্রমী ছবি তুলে ধরলেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি গুলজার আহমেদ। তাঁরই নির্দেশে পাকিস্তানে ভেঙে ফেলা শতাব্দীপ্রাচীন শ্রী সন্ত পরমহংসজি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ হল। আর সেই মন্দিরের উদ্বোধন করলেন প্রধান বিচারপতি আহমেদ। আবারও ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে উঠল এক মন্দির।

২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের করক জেলায় শতাব্দীপ্রাচীন শ্রী সন্ত পরমহংসজি মন্দিরে ভাঙচুর চালায় মৌলবাদীরা। মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রীও লুট করে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। ঘটনার সময় মন্দিরটির সংস্কার চলছিল। ভেঙে দেওয়া হয় মন্দিরের নতুন করে তৈরি করা অংশও। মারধর করা হয় সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীদেরও। সেই মামলা গড়ায় আদালতে। শুনানি শেষে প্রশাসনকে মন্দির তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিচারপতি গুলজার আহমেদ ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে স্পষ্ট ভাষায় জানান, যারা মন্দির ভেঙেছে তাদেরই তা তৈরি করে দিতে হবে। এবার সেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে তা উদ্বোধন করেন বিচারপতি আহমেদ।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নতুন করে তৈরি মন্দিরে দীপাবলি উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন আহমেদ। মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি জানান, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে সর্বদা সরব। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। শুধু তাই নয়, সংবিধান উল্লেখ করে তিনি বলেন পাকিস্তানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত হিন্দুদেরও সমান অধিকার রয়েছে।

উল্লেখ্য, মাস তিনেক আগেই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সাদিকাবাদ জেলার সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। লোহার রড, লাঠি, পাথর হাতে দুষ্কৃতীরা দল বেঁধে চড়াও হয়েছিল ওই মন্দিরে। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। চাপে পড়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পাশাপাশি মন্দিরটি দ্রুত মেরামতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পঞ্জাব, বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ

চন্ডীগড়, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্র। পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ক্ষমতা বেড়েছে বিএসএফ-এর। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই বিরোধিতা করেছে পঞ্জাব সরকার। এবার বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পঞ্জাব বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ পেল। বৃহস্পতিবার পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বিএসএফ-র ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছিলেন পঞ্জাবের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখজিন্দর সিং রান্ধোয়া। সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, এমন তিন রাজ্যে ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ-এর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এ বার পঞ্জাব, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় বিএসএফ গ্রেফতার, তল্লাশি এবং বাজেয়াপ্ত করার কাজ করতে পারবে। প্রথম দিন থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আসছে পঞ্জাব সরকার। বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি জানিয়েছেন, পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বিএসএফ-র ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

মহামারীর মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করেছে ভারত : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): প্রায় দু''বছর আয়োজিত হল রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালদের সম্মেলন। বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হয় রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালদের ৫১ তম সম্মেলন। এই সম্মেলনের পৌরহিত্যে করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতি এদিনের সম্মেলনে রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, 'আমরা ২ বছর পর মিলিত হচ্ছি। আমাদের সমস্ত কোভিড-যোদ্ধারা এই মহামারীর বিরুদ্ধে নিবেদিতভাবে কাজ করেছেন। বর্তমানে ১০৮ কোটির বেশি টিকা দেওয়া হয়েছে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'মহামারীর মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করেছে ভারত। সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারত করোনা-মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।' এদিনের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, 'নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে রাজ্যপালের মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।...করোনা-মহামারীর সময়ও রাজ্যপালের সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন।'

কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টারে নিকেশ জঙ্গি, অভিযান জারি

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে। আরও কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে ঘিরে ফেলেছে সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার চলগাম এলাকার ঘটনা।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় কুলগাম জেলার চলগাম এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। ওই এলাকায় এখনও গুলির লড়াই চলছে। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।

আফগানিস্তান নিয়ে পাকিস্তানের ডাকা বৈঠকে যোগ দিচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): এবার আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকের ডাক দিল ইসলামাবাদ। আফগানিস্তান বিষয়ক পাকিস্তানের বিশেষ দূত মহম্মদ সাদেক খানের আমন্ত্রণে ইসলামাবাদে এই বৈঠকে থাকার কথা চিন, রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের।

কাবুল সংক্রান্ত আমেরিকার বিশেষ দূত টমাস ওয়েস্ট, রাশিয়ার বিশেষ দূত জমির কাবুলভ ও চিনের বিশেষ দূত ইউ শিয়াওং ওই বৈঠকে অংশ নেবে। বৈঠকে থাকবে তালিবানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। তালিবান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল কাহার বালকির টুইট থেকে জানা গিয়েছে, আমির খানের নেতৃত্বে তালিবানের প্রতিনিধি দল ১০ নভেম্বর পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছে। বৈঠকে অর্থনীতি, শরণার্থী সমস্যা থেকে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে। এদিকে বুধবার রাশিয়া, ইরান-সহ বাকি ৬ রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক করেছে ভারত। আলোচনায় ভারতের সঙ্গে সহমত হয়েছেন অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। আলোচনা শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই আফগানিস্তানের মাটি সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহার হতে দেওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, বুধবারই আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের নেতৃত্বে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন আট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। তালিবান আফগানভূম দখলের পর থেকেই নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা বেড়েছে ভারতের। চাপ বেড়েছে আফগানিস্তানের সীমান্তে থাকা দেশগুলিরও। মনে করা হচ্ছে, গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তালিবান। যৌথভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রম ঠিক করতে অজিত দোভালের নেতৃত্ব বৈঠক ডেকেছিল ভারত। আমন্ত্রণ পেয়েও বৈঠকে অংশ নেয়নি পাকিস্তান। চিন ও পাকিস্তানকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা যোগ দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ডাকা বৈঠকে চিনের অংশগ্রহণ থেকে পরিষ্কার, আফগানিস্তান ইস্যুতে ফের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিবেশ সরগরম।—হিন্দুস্থান সমাচার ঔ্র

তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি-দুর্যোগে মৃত্যু বেড়ে ১৪, চেন্নাইয়ে বৈঠক করলেন স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি-দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলছে। গত শনিবার থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৪ জনের। বৃহস্পতিবার দুপুরে তামিলনাড়ুর রাজস্ব দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কুমার জয়ন্ত জানিয়েছেন, 'রাজ্যে বৃষ্টিজনিত কারণে এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাতভর বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গিয়েছে। ১৩টি সাবওয়েতে জল জমে যায়। ভেঙে পড়েছে ১৬০টি গাছ। বিগত ৪ দিনে শুধুমাত্র চেন্নাইয়ে ২০ লক্ষ মানুষকে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে।' এদিনই চেন্নাইয়ের একটি খাবার বিতরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ুতে এই মুহূর্তে আম্মা ক্যান্টিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়েছে অভাবীদের। চেন্নাইয়ে এদিন সকালে আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেছেন স্ট্যালিন। দুর্গত মানুষদের পাশে থাকার জন্য নিজ মন্ত্রিসভার সদস্য ও অধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জলমগ্ন ছিল আগে থেকেই, রাতভর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত চেন্নাইয়ের মেরিনা সমুদ্র সৈকত। ভারী বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের অশোক নগর, কোডামবাক্কাম প্রভৃতি এলাকা জলের তলায়। জল ঢুকে গিয়েছে বহু বাড়িতে। জলমগ্ন রাস্তা, যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ে। অন্তত সাতটি রাস্তা ও ১১টি সাবওয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ট্র্যাফিক পুলিশ। রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় শহরতলির কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, কিছু ট্রেন দেরিতে গন্তব্যে রওনা হয়েছে। চেন্নাই বিমানবন্দরে বিমান চলাচলও বিঘ্নিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিটের আগে (বিগত ২৪ ঘন্টায়) পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। নুনগামবাক্কামে ১১৪.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, মীনামবাক্কামে বর্ষণ হয়েছে ৮২ মিলিমিটার। চেন্নাইয়ে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। শুধুমাত্র তামিলনাড়ু নয়, রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পুদুচেরির রাস্তা, এদিন সকালে পুদুচেরির রাস্তাঘাট ছিল জনশুন্য।

মালালার বিয়ে নিয়ে টুইট করে বিতর্কের মুখে তসলিমা নাসরিন

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : মালালার বিয়ের খবরে যখন সকলে উচ্ছ্বসিত, তার ঠিক বিপরীত মেরুতে হাঁটতে দেখা গেল তসলিমাকে। জানালেন, মালালার বিয়েতে মোটেই তিনি খুশি হননি। বরং মর্মাহতই হয়েছেন। এই মন্তব্য নিয়ে টুইটে প্রবল বিতর্ক হয়েছে। টুইট করার পর তিন ঘন্টায় বেলা সাড়ে ১২টায় লাইক, শেয়ার ও মন্তব্য এসেছে যথাক্রমে ১ হাজার ১৫৩, ৪১৮ ও ৯১২। গত রাত ২টো ৪০ মিনিটে এ ব্যাপারে তসলিমার প্রথম টুইটে লাইক ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৩ হাজার ৫০০ ও ২ হাজার ১০০। নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের এক পাকিস্তানি নাগরিককে বিয়ে করা তিনি কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না! টুইট করে সেই হতাশা প্রকাশও করে ফেললেন তসলিমা নাসরিন। ৯ নভেম্বর ব্রিটেনের বার্মিংহামে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের উদ্যোগপতি অসর মালিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন মালালা। সেই খবরটি তিনি নিজেই নেটমাধ্যমে জানান।

অখুশি হওয়ার কারণ লিখতে গিয়ে তসলিমা লিখেছেন, ''মালালা কাকে বিয়ে করলেন? এক জন পাকিস্তানিকে। এখানেই আপত্তি লেখিকার। টুইটে তিনি লেখেন, 'এটা জেনে খুবই হতাশ হচ্ছি যে, মালালা এক জন পাকিস্তানিকে বিয়ে করেছেন। ওঁর বয়স মাত্র ২৪। মালালা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। আশা করেছিলাম এক জন সুদর্শন এবং প্রগতিশীল ইংরেজের প্রেমে পড়বেন তিনি। ৩০ বছরের আগে বিয়ের কথা ভাববেন না। কিন্তু'।

১৯৯৭ সালের ১২ জুলাই উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সোয়াট জেলায় এক সুন্নি মুসলিম পরিবারে জন্ম মালালার। ২০১২ সালে স্কুলে যাওয়ার পথে জঙ্গি হামলার শিকার হন তিনি। তেহরিক-ই-তালিবান পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করে পাকিস্তান। হাজারো বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার জন্য ২০১৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান মালালা। হামলার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়। তখন থেকেই পাকাপাকি ভাবেই ইংল্যান্ডের বাসিন্দা মালালা। এবং সেখান থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

করোনা-সংক্রমণ ফের বাড়ল ভারতে ৩৪০ বেড়ে মৃত্যু ৪.৬২-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনা-সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৯১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৪০ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,৮৭৮ জন, ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২৫ শতাংশ। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৩৮,৫৫৬-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১, ১২৭ জন, যা ২৬৬ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৩,০৯১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮১৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১০,২৩,৩৪,২২৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৪০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬২,১৮৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,৮৭৮ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৮,০০,৯২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৫ শতাংশ।

সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি কার্যালয়ের ভূমি পুজোর অংশ নিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ নভেম্বর।। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি নতুন কার্যালয়ের ভূমি পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় রঘুনাথপুর রাম ঠাকুর আশ্রম এর পাশে। বৃহস্পতিবার সকালে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের কার্যালয়ে ভূমি পূজোয় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ড: মানিক সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, ছিলেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপির উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বনিক, সহ বিজেপির জেলা এবং মন্ডলে কার্যকর্তারা।

বিশালগড় রঘুনাথপুরে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ড: মানিক সাহা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেকটি জেলায় নতুন কার্যালয় করার কাজ শুরু হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের নতুন কার্যালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানটি হয় বিশালগড় রঘুনাথপুরে।

এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যঞ্জতে অংশ নেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ এছাড়াও প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। ভূমি পূজা উপলক্ষে চন্ডীপাঠ করা হয়। সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের নতুন কার্যালয়ের শিলান্যাস অর্থাৎ ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের কার্যকর্তাদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের নতুন বাড়ি হবে ত্রিতল বিশিষ্ট।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিহার থেকে ঝাড়খন্ড ছটপুজোয় সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন পুণ্যার্থীদেব

পাটনা ও কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বিহার থেকে ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহারাষ্ট্র অথবা দিল্লি-দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মহাসাড়ম্বরে পালিত হল ছটপুজো। ৪-দিন ব্যাপী ছটপুজোর অন্তিম দিন, বৃহস্পতিবার ভোরে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন পুণ্যার্থীরা। বৃহস্পতিবার ভোরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করে ভক্তরা তাঁদের ৩৬-ঘণ্টার দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করেছেন।বিহারের রাজধানী পাটনার, পাটনা কলেজ ঘাট অথবা পাতিপুল ঘাটে ভোর থেকেই ভিড় ছিল অসংখ্য পুণ্যার্থীদের। একই ভিড় দেখা গিয়েছে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির হাতানিয়া তালাবে, কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে অথবা মুম্বইয়ের কুর্লা এলাকার কৃত্রিম জলাশয়ে। দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে বিষাক্ত ফেনার মধ্যেই ছটপুজোর অন্তিম দিনে পুণ্যস্নান করেছেন ভক্তরা। ৪-দিন ব্যাপী ছটপুজো শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার অনেক ভোরেই নদী ও জলাশয়ের ঘাটে পৌঁছে যান ভক্তরা। উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করে ভক্তরা নিজেদের ৩৬-ঘণ্টার দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করেছেন। ছটপুজোকে ঘিরে বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

দিল্লিতে পূজার্চনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, বারাণসী রওনা দিল মা অন্নপূর্ণার মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): প্রায় ১০০ বছর আগে উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে চুরি করা হয়েছিল মা অন্নপূর্ণার বিরল একটি মূর্তি। সম্প্রতি সেই মূর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ১৫ নভেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে মা অন্নপূর্ণার সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার কানাডা থেকে নিয়ে আসা মা অন্নপূর্ণার সেই মূর্তির পূজার্চনা করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, স্মৃতি ইরানি, জি কিশান রেড্ডি-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। পূজার্চনা করার পর সেই মূর্তি উত্তর প্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তারপর বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দেয় মা অন্নপূর্ণার মূর্তি। ১৫ নভেম্বর মা অন্নপূর্ণার বিরল ও দুর্লভ মূর্তি ফের কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৯১৩ সালে ভারত থেকে চুরি করা হয়েছিল মা অন্নপূর্ণার এই বিরল মূর্তি, ১০০ বছর আগে কাশী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কানাডায়। কানাডা সরকার মা অন্নপূর্ণার সেই বিরল মূর্তি ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। ১৪ নভেম্বর কাশী পৌঁছবে মা অন্নপূর্ণার এই মূর্তি, যা কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হবে ১৫ নভেম্বর। রীতিনীতির সঙ্গে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করবেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত মেরিনা সৈকত, চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন

চেন্নাই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): জলমগ্ন ছিল আগে থেকেই, রাতভর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত চেন্নাইয়ের মেরিনা সমুদ্র সৈকত। ভারী বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের অশোক নগর, কোডামবাক্কাম প্রভৃতি এলাকা জলের তলায়। জল ঢুকে গিয়েছে বহু বাড়িতে। জলমগ্ন রাস্তা, যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ে। অন্তত সাতটি রাস্তা ও ১১টি সাবওয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ট্র্যাফিক পুলিশ। রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় শহরতলির কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, কিছু ট্রেন দেরিতে গন্তব্যে রওনা হয়েছে। তবে, চেন্নাই বিমানবন্দরে বিমান চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি।বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিটের আগে (বিগত ২৪ ঘন্টায়) পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। নুনগামবাক্কামে ১১৪.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, মীনামবাক্কামে বর্ষণ হয়েছে ৮২ মিলিমিটার। চেন্নাইয়ে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। শুধুমাত্র তামিলনাড়ু নয়, রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পুদুচেরির রাস্তা, এদিন সকালে পুদুচেরির রাস্তাঘাট ছিল জনশুন্য।

বিজেপি প্রার্থীর জনসম্পর্ক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। উদয়পুর পুরপরিষদে ভোট পরব অনুষ্ঠিত না হলেও আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জনসম্পর্ক অভিযানে বের হলেন উদয়পুর পুর পরিষদের১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থী অনিতা দাস কাশারী। বৃহস্পতিবার ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩১ নং বুথের উদয়পুর পুর পরিষদের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড রাজারবাগ এলাকার বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক অভিযানে বের হয়ে সকলের আশীর্বাদ নেন এবং সকলের অভাব অভিযোগ শুনেন প্রার্থী অনিতা দাস কাশারী। সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা ১৭নম্বর ওয়ার্ড এর দলীয় পর্যবেক্ষক তপন দাস, একচল্লিশ নং বুথ সভাপতি প্রশান্ত দাস। এই জন সম্পর্ক অভিযানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলেছে যে হুমকির বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে অন্তর্বর্তী আদেশ পাস করে যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।ড

সূচনা

● প্রথম পাতার পর

সরকার ভর্তকীতে দীর্ঘ মেয়াদী (৩০ বছর) চুক্তির ভিত্তিতে জায়গা ভাড়া দেবে। তাছাড়া, কম খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ডুয়্যাল গ্রীড পাওয়ার সাপ্লাই, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, সোলার ও বায়ু চালিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির সুবিধা দেওয়া হবে। ইন্টারনেট ব্যবহারে ৩০ শতাংশ ভর্তকি দেওয়া হবে ডাটা সেন্টার উদ্যোগগুলিকে। যেহেতু এই উদ্যোগগুলি চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকবে তাই জরুরী পরিষেবার অন্তর্গত করে এগুলিকে 'ত্রিপুরা এসেনশিয়্যাল সার্ভিসেস মেইন্টেন্যান্স অ্যাক্ট ২০১৯'-এর সুবিধাও দেওয়া হবে। উদ্যোগগুলিকে মূলধনী বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ ভর্তকীও দেওয়া হবে। কিভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে বিস্তারিত বি'প্তি জারি করা হবে।

রাজ্যকে ডাটা সেন্টার হাব স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সরকার এই ডাটা সেন্টার পলিসি-২০২১ চালু করেছে। যার ফলে রাজ্যের আই টি ক্ষেত্র বিশেষ করে ডাটা সেন্টার শিল্প আরও বেশি পরিমাণে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে এবং বড় মাপের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরী হবে রাজ্যে। তথ্য প্রযুক্তি সচিব তনুশ্রী দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দিল্লি দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না ! ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানীর রাজপথ

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না রাজধানী দিল্লি। দীপাবলি থেকে শুরু, তারপর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ধোঁয়াশা কাটল না দিল্লির আকাশ ও বাতাস থেকে। বৃহস্পতিবার ভোরেও দূষিত ছিল রাজধানী দিল্লি। ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় রাজধানীর রাজপথ। এদিন দিল্লির বাতাসে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৬০, যা খুবই খারাপ।

দীপাবলির পরবর্তী দিন থেকেই দিল্লির বাতাসে ধূলিকণা বাড়তে থাকে। ঘন ধোঁয়াশা ছিল দিল্লির বায়ুমণ্ডল। তারপর কয়েকদিন হয়ে গেল, তাও দূষণ কাটছে না দিল্লিতে। ইন্ডিয়া গেট থেকে রাজঘাট, চাঁদনি চক থেকে কুতুব মিনার-দিল্লির সর্বত্রই এদিন ছিল ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ভোরের দিকে শ্লথ গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন।

ডঙ্গু ভয়ে জবুথবু উদয়পুরের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা কিল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। ডেঙ্গু ভয়ে জবুথবু উদয়পুরের জনজাতি এলাকা বলে প্রসিদ্ধ কিল্লা ব্লকের বিস্তৃতি এলাকা।

উদয়পুর মহকুমার কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত উপজাতি গ্রাম গুলিতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমশ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিল্লা ব্লকের উওর ব্রজেন্দ্র নগর এডিসি ভিলেজের হারেবাড়ি , মৈথুলং ,পদরামবাড়িতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি, তাছাড়া কাচিগাং , রাইয়াবাড়ি, কুপিলং ও বড়মুড়া, প্রভৃতি এডিসি ভিলেজ থেকে কয়েক জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেকে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগী বাড়িতেই থেকে যান হাসপাতালে পরিসেবা গ্রহণ করতে আসে না। ডেঙ্গুর আক্রমনে কিল্লা থব। স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ররকপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ দেখা গেল না। নাগরিক সচেতন মূলক ভূমিকা নেই। উদয়পুর জেলা হাসপাতালে ১৮ জন চিকিৎসাধীন। এই অবস্থায় সৌমিত্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল কিল্লা ব্লকের বিভিন্ন আক্রান্ত ভিলেজ কমিটির অফিস পরিদর্শন করেন এবং জেলা হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। জাতীয় কংগ্রেস জরুরি অবস্থায় কিল্লা ব্লকের বিভিন্ন ভিলেজে স্বাস্থ্য শিবির স্থাপন এবং বাড়িতে আক্রান্ত রোগীদের সনাক্ত করার উদ্যোগ গ্রহনের দাবি জানায় সেই সঙ্গে উপজাতি অঞ্চলে জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহনে সরকারি ভূমিকার দাবি জানায়। প্রতিনিধি দলে সৌমিত্র বিশ্বাসের সাথে ছিলেন প্রদীপ সরকার ও যুব নেতা লিটন দাস প্রমুখ।

ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে মামলায় জড়ালেন ছয় প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে মামলায় জড়ালেন ছয় প্রতিবেশী। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। আজ দুপুরে উদয়পুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ফার্মে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদক মহরম আলী পোদ্দারের অভিযোগ মূলে এই মামলা দায়ের হয়। বাড়ির পাশে ড্রেন নির্মানকে কেন্দ্র করে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ৬ জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহরম আলী পোদ্দার । ঘটনা, উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক একটায় খিলপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন হাঁস ও মুরগী উৎপাদক মহরম আলী পোদ্দারের দখল করা নিজ জায়গায় অভিযুক্ত ছয় ব্যক্তি জোরপূর্বক জলের ড্রেন নির্মান করার সময় বাঁধা দেন মহরম আলী পোদ্দার, ছয় অভিযুক্ত উনার উপর মারধর করে বলে অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত জন ব্যক্তির নামে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেন আক্রান্ত মহরম আলী পোদ্দার। এই ঘটনায় বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী জানান আক্রান্ত ব্যক্তি মহরম আলী পোদ্দার। এই নিয়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

লাঠি-সোটা নিয়ে প্রচারে বাঁধা দান করতে থাকে। তবে তাদের মধ্যে কাউকে তেমন ভাবে চিহ্নিত না করতে পারলেও যতটুকু মনে হয় তারা এলাকারই যুবক।এভাবে রাজনৈতিক দলের প্রচারে বাঁধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া জুড়ে থমথমে ভাব বিরাজ করছে।যদিও পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৩,৪,৭ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকাগুলিতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা নিজেদের প্রচারাভিযান করতে সক্ষম হয়েছে বলে খবর।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

যোজনা থেকে যে ঘরের লিস্ট বের হয়েছে সেটাও যদি সঠিক না হয় তাহলে তারা আবারো রাস্তায় নামবে বলে জানায়।

অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এসডিএম ,বিডিও এসডিপিও সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তারা।অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দু''পাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। অবরোধকারীরা জানিয়েছেন অবিলম্বে তাদের মজুরি বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

পেস মেকার বসানোর জন্য কিংবা এনজিও গ্রাম করার জন্য বা হার্ট-এর চিকিৎসার জন্য কোনও রোগীকে যাতে রাজ্যের বাইরে বা বেসরকারি হাসপাতালে ছুটতে না হয় সেদিকে রাজ্য সরকারের নজর রয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর জন্য আমরা অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এখন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকগণ, নার্স, ছাত্রছাত্রী ও প্যারামেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি টিম ওয়ার্ক শুরু হয়েছে। এর সুবিধা নেবার জন্য তিনি রাজ্যের রোগীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

আসে পনেরো বছরের নাবালিকা মেয়েটি। নাবালিকা মেয়েকে তার বান্ধবী জয় নাথ নামের এক যুবকের কাছে রেখে চলে যায়।তখন জয় নাথ বদ মতলব এঁটে নাবালিকা মেয়েটির মুখ চেপে বলপূর্বক রাস্তার ধারে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়।সেখানে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। নরপিশাচ যুবক জয় নাথের ধস্তাধস্তিতে ভয় পেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে নাবালিকা মেয়েটি।পরবর্তীতে ঘটনা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় জয় নামের যুবকটি। শুরু হয় হই হুল্লোড়। ছুটে আসেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন।পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে আসেন কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে।সেখানে নাবালিকা মেয়েটিকে দুদিন যাবৎ চিকিৎসা করানো হয়।অবশেষে বুধবার বিকেলে ধর্মনগর চাইল্ড লাইনের সহযোগিতায় নাবালিকা মেয়ে অভিযুক্ত নরপিশাচ যুবক জয় নাথের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় মামলা রুজু করে। নাবালিকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে কদমতলা থানার পুলিশ বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অভিযুক্ত যুবক জয় নাথকে গ্রেফতার করে।এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান,ধৃত যুবক কদমতলা থানাধীন ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয় নাথ(২০)।পিতা জিতেনদ্র নাথ।ওসি বলেন, অভিযুক্ত রবিবার ঘটনাটি সংঘটিত করে গা ঢাকা দিয়েছিল। নাবালিকার অভিযোগের পর কদমতলা থানার পুলিশ নানা ফন্দী করে অভিযুক্ত জয় নাথকে লালছড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

দশজনের

● প্রথম পাতার পর

অটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।এতে যাত্রীসহ চালক সড়কের উপর বিভিন্ন স্থানে ছিটকে পড়ে রক্তালুপ্ত হয়।তাদের হাত পা মাথা থুতলে যায়। অকুস্থলেই মৃত্যু হয় নয় যাত্রীর।ততক্ষনে একমাত্র অটো চালকের দেহে প্রাণ থাকায় তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে প্রেরণ করলেও শেষ রক্ষা হয়নি।হাসপাতলে পৌছেই তার জীবনদ্বীপ নিভে যায়।

অভিশপ্ত এই অটোটিতে মোট চার পরিবারের লোক ছিলেন। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।এদিকে ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করে বসেন।পরে খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন পাথারকান্দি ও বাজারিছড়া থানার ওসি যথাক্রমে সমরজিৎ বসুমাতারি ও মনুরঞ্জন সিনহা।তারা স্থানীয় জনগনের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে প্রেরণ করেন।

জলাশয়

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ডম্বর জলাশয়ের পাঁচটি ছোট ছোট দ্বীপ চিহ্নিত করে পর্যটন নির্ভর অত্যাধুনিক বিনোদনমূলক পরিষেবা আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দ্বীপগুলিতে থাকবে অ্যাডভে'ার ট্যুরিজম, এয়ার বেলুন, অত্যাধুনিক জলযান, প্যারাসেইলিং, এয়ার হট বেলুন, জিপ লাইন, দুটি দ্বীপের মধ্যে ঝুলন্ত সেতু, রেস্তোরা, বাচ্চাদের মনোর'নের ক্ষেত্র, ডম্বর হাট, ফুলের বাগান, পিকনিক স্পট, মুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, স্যাভেনির শপ সহ পর্যটন নির্ভর অন্যান্য অত্যাধুনিক পরিষেবা থাকবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে মেলে ধরতে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিকাশ, প্রচার এবং প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। যত বেশি করে পর্যটকরা রাজ্যমুখী হবে ততই রাজ্যের পরিচিতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। নারিকেলকু' হিসেবে পরিচিত জায়গাটির পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই উন্নত মানের ৪০০ নারকেলের চারা রোপন করা হয়েছে। পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং স্বাচ্ছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। উদ্যান দপ্তরের মাধ্যমে এই অ'লের সৌন্দর্যায়ণ এবং ফুল এবং সৌন্দর্য বর্ধক বাগিচা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে নিয়ে এর মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, নৌকা প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে মানুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ভবনায় যুক্ত করা হচ্ছে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানও। পর্যটন নির্ভর আধুনিক পরিষেবা যুক্ত করা লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, ডম্বর হেলিপ্যাড এই পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সংযোজনের বিষয়ে কর্ত'পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এর মধ্যে অন্যতম হলো ছবিমুড়া, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সহ এই ডম্বর পর্যটন কেন্দ্রকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। এই অ'লের অনেক যুবক যুবতীরা উচ্চশিক্ষিত। তাদের রোজগার সৃষ্টি এবং এ কেন্দ্রগুলোতে কিভাবে তাদের যুক্ত করা যায় এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক ধন'য় ত্রিপুরা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ধলাই জেলার জেলাশাসক জি এম রতিলাল, পুলিশ সুপার প্রমুখ।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

পরপর এসব ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল পরপর এসব ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থক রা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ধরনা সংগঠিত করেন। সেখান থেকে চারজনের প্রতিনিধিদল রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর অফিসে ডিআইজি জি কে রাও এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর হামলা ও হুজ্জতির বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেন, রাজ্যে প্রতিনিয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থক এবং দলীয় প্রার্থীদের ওপর হামলা এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। নির্বাচনকে প্রহসনের পরিণত করার জন্যই শাসক দলের গুন্ডাবাহিনী এধরনের কাজ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরপর এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরও পুলিশ কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন সুবল বাবু। তিনি স্পষ্ট ভাবে হুঁশিয়ারি পুলিশ এসব ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হবে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত করতে পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি। সে কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর এ ধরনের হামলা সংগঠিত করে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবেই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের করবে না। রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি সোচ্চার হন। বেশ কিছুদিন যাবত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীসহ আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর করা হচ্ছে।এই ধরনের অত্যাচার আর কতদিন চলবে তা নিয়েই আজ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং নেতৃত্বরা ডি আই জি জি কে রাও এর সাথে দেখা করেন। তারা হুঁশিয়ারি দেন যে, পরবর্তী সময় যদি এইধরনের কোনো রকম হামলা হুজ্জতি ভাঙচুর করা হয় তাহলে বড় ধরনের আন্দোলনে নামবেন তারা।

এনআইটি

● প্রথম পাতার পর

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৪৬ জন পিএইচডি, ১৩৬ জন এমটেক, ১৫ জন এমসিএ, ২৮ জন এমবিএ, ২১ জন এমএসসি, ৬৪৬ জন বিটেক, ৪৭ জন বিএস এবং বিটি, ২৪ জন বিএসএমএস এবং বিটিএমটি ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র (ডিগ্রী) প্রদান করা হবে।

চোট কাটিয়ে বাছাইয়ে খেলতে 'প্রস্তুত' মেসি

চোটের কারণে পিএসজির সবশেষ দুই ম্যাচে পারেননি খেলতে। ক্লাবের সবশেষ অনুশীলনেও ছিলেন না লিওনেল মেসি। স্বাভাবিকভাবেই তার জাতীয় দলে খেলা নিয়ে ছিল সংশয়। তবে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি আসছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে অধিনায়ককে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। জানালেন, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মেসি এখন খেলার জন্য প্রস্তুত।

কাতার বিশ্বকাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ সময় আগামী শনিবার ভোরে উরুগুয়ের মাঠে খেলবে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এর চার দিন পর তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলবে ঘরের মাঠে।

উরুগুয়ের বিপক্ষে মেসির খেলার সম্ভাবনার প্রশ্নে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের আশার কথা শোনালেন স্কালোনি। 'আমাদের বিশ্বাস, লিও (মেসি) ভালো অবস্থায় আছে। লিও খেলতে চায় এবং আমিও তাকে খেলাতে চাই।'

পায়ের পেশির চোটে মেসি বাইরে থাকার সময়ই তাকে রেখে দল ঘোষণা করেছিলেন স্কালোনি, যা ভালোভাবে নেয়নি পিএসজি। ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর লিওনার্দো আর্জেন্টিনা কোচের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, চোট থেকে সেরে না ওঠা মেসিকে জাতীয় দলে ডাকাটা ঠিক হয়নি। এই বিষয়ে ফিফার হস্তক্ষেপও চান তিনি।

লিওনার্দোর ওই মন্তব্যের জবাবে স্কালোনি বললেন, সময় মতো চোট কাটিয়ে মেসিকে মাঠে নামানোর জন্য আলাদাভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। ছয়বারের বর্ষসেরার ফুটবলারের জাতীয় দলে যোগ দেওয়া নিয়ে প্যারিসের ক্লাবটির তীব্র প্রতিক্রিয়াকে তিনি দেখছেন বাস্তবতার নিরিখেই।

'লিওনার্দোর সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে এবং তাদের (প্রতিক্রিয়া) বোধগম্য, কারণ মেসি সম্প্রতি জাতীয় দলের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছে। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা নিয়মের মধ্যে থেকেই তাকে দলে ডেকেছি। ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর কাছে এটা সবসময়ই সমস্যা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ১১ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ব্রাজিল। এই অঞ্চল থেকে শীর্ষ চারটি দল কাতার বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকেট পাবে। আর পঞ্চম স্থানে থাকা দলকে খেলতে হবে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ২৫ ম্যাচে অপরাজিত আছে স্কালোনির দল, যার শুরুটা হয়েছিল ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

পাকিস্তানের আশা গুঁড়িয়ে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

সীমানায় ম্যাথু ওয়েডের ক্যাচ মুঠোয় জমাতে পারলেন না হাসান আলি। হয়তো সেই সময়ই লেখা হয়ে গেল ম্যাচের ভাগ্য। পরের তিন বলে তিন ছক্কায় ম্যাচ শেষ করে দিলেন ম্যাথু ওয়েড! পাকিস্তানের আশা ভেঙে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিল অস্ট্রেলিয়া।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৫ উইকেটে জিতেছে অ্যারন ফিঞ্চের দল। পাকিস্তানের ১৭৬ রান তারা ছাড়িয়ে গেছে ৬ বল বাকি থাকতে।

আগামী রোববার এই মাঠেই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে তাসমান সাগর পাড়ের আরেক দেশ নিউ জিল্যান্ডের। প্রথম সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এই সংস্করণের বিশ্বকাপে ফাইনালে ওঠে দলটি।

অস্ট্রেলিয়ার জয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল নতুন চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ওয়ানডে বিশ্বকাপের সফলতম দলটি এর আগে একবারই উঠেছিল ফাইনাল। সেবার সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পর শিরোপা লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

বৃহস্পতিবার শাদাব খানের সেরা বোলিংয়ে একটা সময় চাপে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। সম্ভাবনায় এগিয়ে যায় পাকিস্তান। কিন্তু মাত্র ৪১ বলে ৮১ রানের খুনে জুটিতে ব্যবধান গড়ে দিলেন মার্কাস স্টয়নিস ও ওয়েড। শেষ ৫ ওভারে ৬২ রানের সমীকরণ মিলিয়ে দিলেন কেবল ৪ ওভারেই।

শেষটা ভীষণ হতাশার হলেও ম্যাচের শুরুটা পাকিস্তানের জন্য ছিল আশা জাগানিয়া।টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে দলকে টানেন বাবর আজম। জ্বরের জন্য আগের দিন অনুশীলন করতে পারেননি মোহাম্মদ রিজওয়ান। তার খেলা নিয়েও জেগেছিল শঙ্কা। অনিশ্চয়তা দূরে ঠেলে মাঠে নামলেন, প্রতিপক্ষের ভুলে শূন্য ও ২০ রানে জীবন পেয়ে ব্যাটিংয়ে নেতৃত্বও দিলেন তিনি।

পাওয়ার প্লের প্রতি ওভারে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে পাকিস্তান ৬ ওভারে তোলে ৪৭ রান। ফিল্ডিং ছড়িয়ে দেওয়ার পর কিছুটা ভাটা পড়ে রানের গতিতে। অ্যাডাম জ্যাম্পাকে ছক্কা মেরে চাপ কাটাতে চেয়েছিলেন বাবর। টাইমিং করতে পারেননি, পাকিস্তান অধিনায়ক ধরা পড়েন লং অনে। ভাঙে ১০ ওভার স্থায়ী ৭১ রানের জুটি।

টাইমিং পেতে ভুগছিলেন রিজওয়ান। এর মধ্যেও কয়েকটি বাউন্ডারি মারেন তিনি। দ্বাদশ ওভারে স্লগ করে ছক্কায় প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে স্পর্শ করেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে হাজার রানের মাইলফলক।

৪১ বলে ফিফটি করার পর রানের গতি বাড়ানোর দিকে মন দেন রিজওয়ান। শুরুতে একটু সময় নেওয়া ফখরও চড়াও হন বোলারদের ওপর। সপ্তদশ ওভারে তাদের দুই ছক্কা ও এক চারে আসে ২১ রান।

পরের ওভারে রিজওয়ানকে বিদায় করে ৪৬ বল স্থায়ী ৭২ রানের জুটি ভাঙেন মিচেল স্টার্ক। ৫২ বলে চার ছক্কা ও তিন চারে ৬৭ রান করেন রিজওয়ান।

আসিফ আলি ও শোয়েব মালিক করতে পারেননি তেমন কিছু। দলকে ১৭৬ পর্যন্ত নিয়ে যান ফখর। ৩২ বলে তিন চার ও চার ছক্কায় তিনি অপরাজিত থাকেন ৫৫ রানে।

চ্যালেঞ্জিং রান তাড়ায় শুরুতেই ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে ইনিংসের তৃতীয় বলে অ্যারন ফিঞ্চকে এলবিডব্লিউ করে দেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। সেই ওভারেই আম্পায়ার্স কলে কোনোমতে এলবিডব্লিউ থেকে বাঁচেন মিচেল মার্শ।

শুরুতে উইকেট হারানোর ধাক্কায় প্রথম তিন ওভারে আসেনি তেমন রান। চতুর্থ ওভারে ইমাদ ওয়াসিমকে ছক্কার পর দুই চার মারেন ডেভিড ওয়ার্নার। হারিস রউফের পরের ওভারে ছক্কা ও চার মারেন মার্শ। প্রথম ৩ ওভারে ১৩ রান করার পরও পাওয়ার প্লেতে অস্ট্রেলিয়া তোলে ৫২ রান।

আক্রমণে এসেই দ্রুত এগোনো জুটি ভাঙেন শাদাব। স্লগ সুইপে লেগ স্পিনারকে ছক্কায় ওড়ানোর চেষ্টায় ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে থামেন মার্শ। ২২ বলে তিনি তিনি ফিরেন ২৮ রান করে। ভাঙে ৩৬ বল স্থায়ী ৫১ রানের জুটি।

পরের দুই ওভারে স্টিভেন স্মিথ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে দ্রুত বিদায় করেন শাদাব। নিজের শেষ ওভারে থামান ওয়ার্নারকেও। লেগ স্পিনারের বলে কাভার ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন বাঁহাতি এই ওপেনার। ঠিক মতো পারেননি। কিপারের গ্লাভসে বল জমা পড়লে জোরালো আবেদনে সাড়া দেন আম্পায়ার। যদিও আল্ট্রা এজে দেখা গেছে, বল স্পর্শ করেনি ব্যাট। রিভিউ নিলে টিকে যেতেন ওয়ার্নার।

তার বিদায়ে ম্যাচ হেলে পড়ে পাকিস্তানের দিকে। কিন্তু স্টয়নিস ও ওয়েডের জুটি যেন প্রতিপক্ষের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেয় জয়। হাসান ও হারিস রউফদের ওপর চড়াও হয়ে রানের গতিতে দম দেন তারা।

জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে প্রয়োজন ছিল ২২ রান। ১৯তম ওভারে বোলিং এসে সুযোগ তৈরিও করেছিলেন আফ্রিদি। কিন্তু তাড়াহুড়া করে হাসান মুঠোয় জমাতে পারেননি ক্যাচ। ওভারের শেষ তিন বলে তিন ছক্কা মেরে কিপার-ব্যাটসম্যান ওয়েড দলকে নিয়ে যান ফাইনালে।

১৭ বলে চার ছক্কা ও দুই চারে ৪১ রানের খুনে ইনিংসের জন্য বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ওয়েড জেতেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার। দুটি করে ছক্কা ও চারে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন স্টয়নিস।

২৬ রানে ৪ উইকেট নেন শাদাব। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে এই প্রথম চার উইকেট পেলেন কোনো বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: পাকিস্তান: ২০ ওভারে ১৭৬/৫ (রিজওয়ান ৬৭, বাবর ৩৯, ফখর ৫৫*, আসিফ ০, মালিক ১, হাফিজ ১; স্টার্ক ৪-০-৩৮-২, হেইজেলউড ৪-০-৪৯-০, ম্যাক্সওয়েল ৩-০-২০-০, কামিন্স ৪-০-০-১, জ্যাম্পা ৪-০-২২-১, মার্শ ১-০-১১-০)

অস্ট্রেলিয়া: ১৯ ওভারে ১৭৭/৫ (ওয়ার্নার ৪৯, ফিঞ্চ ০, মার্শ ২৮, স্মিথ ৫, ম্যাক্সওয়েল ৭, স্টয়নিস ৪০*, ওয়েড ৪১*; আফ্রিদি ৪-০-৩৫-১, ইমাদ ৩-০-২৫-০, রউফ ৩-০-৩২-০, হাসান ৪-০-৪৪-০, শাদাব ৪-০-২৬-৪, হাফিজ ১-০-১৩-০)

ফল: অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: ম্যাথু ওয়েড

রেঞ্জার্সকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে অ্যাস্টন ভিলায় জেরার্ড

দলের টানা ব্যর্থতার দায়ে ডিন স্মিথ ছাঁটাই হওয়ার পর থেকেই অ্যাস্টন ভিলার পরবর্তী কোচ হিসেবে স্টিভেন জেরার্ডের নাম শোনা যাচ্ছিল। সেটাই সত্যি হলো এবার। স্কটিশ ফুটবলে রেঞ্জার্সকে শিরোপা জিতিয়ে ভিলার নতুন কোচ হিসেবে যোগ দিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই মিডফিল্ডার। ক্লাবের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অ্যাস্টন ভিলা। লিভারপুল তারকার সঙ্গে সাড়ে তিন বছরের চুক্তি করেছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। গত মৌসুমে ১১তম হয়ে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করা ভিলার চলতি আসরে সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। সবশেষ পাঁচ ম্যাচের সবকটিতে হারের পর তখনকার কোচ স্মিথকে বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকেই নতুন কোচ হিসেবে জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছিল জেরার্ডের নাম। ভিলার সিইও ক্রিস্টিয়ান পার্সলোর মতে, জেরার্ডের "আকাঙ্ক্ষা, দর্শন ও মূল্যবোধ" ক্লাবের সঙ্গে মিলে যায়। জেরার্ড ২০১৮ সাল থেকে স্কটিশ ক্লাব রেঞ্জার্সের দায়িত্বে ছিলেন। গত মৌসুমে তার হাত ধরেই প্রতিদ্বন্দ্বী সেল্টিকের ৯ বছরের আধিপত্য ভেঙে অপরাজিত থেকে লিগ শিরোপা জেতে রেঞ্জার্স। ভিলা হতে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে কোচ হিসেবে জেরার্ডের প্রথম ক্লাব। ১৯৯৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত লিভারপুলের হয়ে ৭০০টির বেশি ম্যাচ খেলে ৯টি শিরোপা জেতেন তিনি। ভিলার কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে ৪১ বছর বয়সী জেরার্ড বললেন, এই সুযোগ পেয়ে তিনি গর্বিত। 'ইংলিশ ফুটবলে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী ক্লাব এই অ্যাস্টন ভিলা। দলটির প্রধান কোচ হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।' '(ক্লাব মালিক) নাসেফ, ওয়েস (এডেনস) ও বোর্ডের বাকিদের সঙ্গে আলোচনার পর এটা স্পষ্ট যে ক্লাবের জন্য তাদের পরিকল্পনা কতটা উচ্চাভিলাষী। তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি।' এবারের লিগে ১১ ম্যাচে মাত্র ১০ পয়েন্ট পেয়ে ১৬তম স্থানে আছে ভিলা। অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র ২ পয়েন্ট দূরে তারা। প্রিমিয়ার লিগে আগে কখনও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা না থাকলেও ২০১৭-১৮ মৌসুমে জেরার্ড কিছু সময়ের জন্য লিভারপুল একাডেমির দায়িত্বে ছিলেন। তখন তার হাত ধরে বেড়ে উঠেছিল ক্লাবটির কয়েকজন তরুণ প্রতিভা। ইংল্যান্ডের হয়ে ১১৫ ম্যাচ খেলা জেরার্ড ২০১৬ সালে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আগামী ২০ নভেম্বর ব্রাইটনের মুখোমুখি হবে ভিলা। এই ম্যাচ দিয়েই প্রিমিয়ার লিগে কোচ হিসেবে শুরু হবে জেরার্ডের পথচলা।

CORRIGENDUM

PNIeT No:- 26/EE/DWS-I/2021-22
DNIT No: - 53/EE/DWS-I/2021-22

Name of Work: - "Water supply arrangement in the complex of Govt. Quarter Type-I near GB TOP, 79-Tilla /Construction of 150 mm X 100 mm dia SBDTW in the complex of Govt. quarter Type-I near GB TOP, 79-Tilla under DWS Sub-Division-III Kunjaban, Agartala duririg the year 2021-22 (Deposit work)."

Due to unavoidable circumstances, the date of submission of application, Date of selling of tender form and submission of above tender circulated vide this office Memo No.F.12(3)/ EE/DWS-I/7065-104 Dated 08-10-2021 is hereby extended up to 15-11-2021, 17-11-2021 and 19-11-2021 respectively.

Executive Engineer
DWS vision Agartala-I
Agartala Tripura (W).

ICA-C-2615/2021-22

PNIe T No-42/PROCURE/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/4056, Dated-9111/2021

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Bishramganj Division, Sepahijala District invites item wise separate e-tender (both Technical and Financial bid) for procurement of the following items from the eligible bidders in PWD form-9 Up to 16/11/2021 (3 PM) as per following terms condition as well as DNIT.

1) Supply of readymade sewing machine (leg operated) with all accessories in complete shape manufactured by reputed brand at different Blocks under Sepahijala District.(2nd Call) Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

[Er. Kajal Dey]
Executive Engineer
RD Bishramganj Division

ICA-C-2610/2021-22

NOTICE INVITING TENDER

Tenders in sealed cover are hereby invited from the Registered Dealer/ Firm / Agency/ Supplier for supplying 02 (two) nos. new Xerox Machine as per specification (preferably) **SHARP/ RICOH & KONICA MINOLTA** along with 02 (two) nos. 2 KVA Automatic Voltage Stabilizer The details of the tender, terms and conditions etc. are available in this office website http://districts.ecourts.goviniindia/ tripuraisepahijala/tender, office Notice Board and Nazarat Section of this office. The last date of dropping/ receipt of the tender is upto 3.00 pm on 30.11.2021 and likely to be opened on 01.12.2021 at 4.00 pm in the chamber of District & Sessions Judge, Sepahijala District, Sonamura.

(D. P. Mishra)
Civil Judge (Jr. Divn.)
A-cum-Judicial Magistrate 1st Class,
Sonamura, Sepahijala District
(Head of Office)

ICA-C-2607/2021-22

দেড় বছরে ৩৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফের আখড়ায় গীতা ফোগত

লখনউ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বিয়ের পর দীর্ঘ সময় আখড়ার বাইরে ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম সোনাজয়ী গীতা ফোগত। গত দেড় বছরে ৩৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফের আখড়ায় নামতে চলেছেন দঙ্গলকন্যা।

২০১৮ সালে শেষ বার কুস্তির রিংয়ে দেখা গিয়েছিল ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম সোনাজয়ী গীতা ফোগতকে। মাঝে বিয়ে হয়েছে গীতার। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সেই সময়ে ওজন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। এই অবস্থায় ওজন কমিয়ে ফের আখড়ায় নামতে চলেছেন দঙ্গলকন্যা। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরপ্রদেশের গোন্দায় হতে চলা জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেয়েছেন গীতা। সেখানে ৫৯ কেজি বিভাগে নামবেন তিনি। তার আগে গীতা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় আমার ওজন ৯৩-৯৪ কেজি ছিল। কিন্তু কুস্তি থেকে দূরে থাকা অসম্ভব। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও আমি ভেবেছি কী ভাবে আখড়ায় ফিরব। গত দেড় বছরে ৩৫ কেজি ওজন কমিয়েছি।"

সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই ওজন কমানোর জন্য কঠিন পরিশ্রম শুরু করেন গীতা। তিনি বলেন, "কুস্তিতে অনেক ক্ষণ ধরে খেলার ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থেকে কঠোর পরিশ্রমের ফলে খেলার ক্ষমতার অভাব কোনও দিন ছিল না। কিন্তু ক্ষিপ্রতা ফিরে পাওয়া খুব কঠিন ছিল।"

গীতার সব থেকে ভাল ফল ৫৫ কেজি বিভাগে। ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনা, ২০১২ সালের বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ এসেছে এই বিভাগেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ৫৫ কেজি বিভাগে ফিরতে চান না গীতা। বরং তাঁর লক্ষ্য ৫৭ কেজি বিভাগে নামা। তিনি বলেন, "২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্স আমার লক্ষ্য। সেখানে ৫৭ কেজি বিভাগে নামতে চাই। ৬২ কেজি বিভাগে আমার বোন সঙ্গীতা ফোগত নামবে। ৫৭ কেজি বিভাগে অংশু মালিক ও সরিতা মোর খেলবে। তাই আমাকে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ফের আমি দেশের হয়ে নামতে চাই।"---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গন্ডাছড়া আই.টি.আই-তে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

গন্ডাছড়া আই.টি.আই.-তে ২০২১ সালে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখনো কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে Walk-In/Spot Admission আহ্বান করা হচ্ছে। ভর্তি FIRST COME FIRST SERVE এর basis-এ নেওয়া হবে। শূন্য আসন সম্পর্কিত বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা			
			UR	SC	ST	মোট আসন
1	Desktop Publishing Operator - (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	16 (01 Ex-serviceman)	06	06 (01 Ex-serviceman)	28
2	Draughtsman Civil – (2 Year)	অংক ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	19 (01 Ex-serviceman)	06 (01 Ex-serviceman)	13	38
3	Dress Making – (1 year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	18	08	11	37
4	Electrician – (2 Year)	অংক ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	00	03	01 Ex-serviceman	04
5	Welder - (1 year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	16 (01 Ex-serviceman)	04	11	31

** ভর্তির সময় প্রার্থীদের সশরীরে নিম্নলিখিত সমস্ত Original Certificate সহকারে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রার্থীদের সেইদিনেই Caution Money ১০০০ টাকা (নগদ), ২ কপি photo ও নিম্নলিখিত সমস্ত সার্টিফিকেটের self attested photocopy আই.টি.আই.-এ জমা করতে হবে।

1. Aadhar & Ration Card,
2. Mark sheet and Certificate (TBSE অনুমোদিত বোর্ডের),
3. Caste Certificate,
4. Permanent Resident Certificate,
5. Bank Account details,
6. Birth Certificate/Madhyamik Admit (Age proof)

** ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষণার্থীরা আই টি আই-এর নিয়মাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
** ড্রপ আউট প্রশিক্ষণার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না।
** মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।
ভর্তি চলবে ১২/১১/২০২১ ইং তারিখ থেকে ১৮/১১/২০২১ ইং তারিখ প্রতিদিন (অফিস খোলা দিনগুলিতে) সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

স্বাঃ- দেবাশিস দাস
অধ্যক্ষ
আই.টি.আই, গণ্ডাছড়া
ধলাই ত্রিপুরা

ICA-D-1228/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

NACO
National AIDS Control Organisation
India's Voice Against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

Tripura State AIDS Control Society

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন'র উদ্যোগে
জাতীয়স্তরের রেড রিবন ক্যুইজ প্রতিযোগিতার
রাজ্যস্তরের বাছাই পর্ব অনুষ্ঠান

বাছাই পর্ব ঃ ১৯ নভেম্বর, ২০২১, সকাল ১০ টা
চূড়ান্ত পর্ব ঃ ২০ নভেম্বর, ২০২১, সকাল ১০ টা
স্থান ঃ আগরতলা টাউন হল

পুরস্কার
১৯ নভেম্বর, ২০২১ বাছাই পর্ব
প্রথম ঃ নগদ ২০ হাজার টাকা
দ্বিতীয় ঃ নগদ ১০ হাজার টাকা
তৃতীয় ঃ নগদ ৫ হাজার টাকা

দর্শকদের জন্য থাকবে বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার

২০ নভেম্বর, ২০২১ চূড়ান্ত পর্ব
প্রথম ঃ নগদ ৩০ হাজার টাকা
দ্বিতীয় ঃ নগদ ২০ হাজার টাকা
তৃতীয় ঃ নগদ ১০ হাজার টাকা

- শুধুমাত্র মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ক্যুইজ হবে এইচআইভি/এইডস, কোভিড ১৯ সহ খেলাধুলা, ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চল, ভারত ও পৃথিবীর সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অতীত ইতিহাস ইত্যাদির উপর।
- প্রতিযোগিতায় ক্যুইজ মাস্টারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৯ এবং ২০ নভেম্বর, ২০২১ দুদিনই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার ১ ঘন্টা আগে প্রেক্ষাগৃহে নাম নথিভুক্ত করা যাবে

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
আখাউড়া রোড, আগরতলা, ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২১৬১৪

বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও অসহায় মহিলার বাড়িতে প্রতিমাসে বিল পাঠাচ্ছে নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও এক অসহায় মহিলার বাড়িতে প্রতিমাসে বিদ্যুতের বিল পাঠাচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিদ্যুৎ দপ্তর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার চেলিখলা এলাকায়।

ভুতুড়ে কাণ্ড! এখন থেকে আপনার বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইন না থাকলেও আপনার দিতে হবে মাসের পর মাস ইলেকট্রিক বিল। শুধু তাই নয় ,ইলেকট্রিক মিটার না থাকলেও আপনার বাড়িতে মাসের পর মাস আসবে ইলেকট্রিক বিলের রশিদ। এমনই এক ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটলো বিশালগড় মহকুমার চেলিখলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে দুই বছর আগেই চেলিখলার লম্বা বাড়ি এলাকার বাসিন্দা দশরথ দেববর্মার মৃত্যু হয়। কিন্তু উনার স্ত্রী খামোদী দেববর্মার অভিযোগ উনার ঘরে কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক লাইন নেই। এমনকি বৈদ্যুতিক মিটারও নেই। কিন্তু তবুও বেশ কয়েক মাস ধরে উনার স্বামী মৃত দশরথ দেববর্মার নামে ইলেকট্রিক বিল আসছে মাসের পর মাস।

যা দেখে হতবাক মৃত দশরথ দেববর্মার স্ত্রী। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত ইলেকট্রিক অফিসের বিরুদ্ধে একপ্রকার ক্ষোভ উগরে দিলেন। উনি বলেন উনার ঘরে কোনো বৈদ্যুতিক লাইন এবং বৈদ্যুতিক মিটার নেই। তাহলে উনার ঘরে কীভাবে উনার মৃত স্বামীর নামে বৈদ্যুতিক বিল আসছে মাসের পর মাস। মৃত দশরথ দেববর্মার স্ত্রী আরো জানান যে ,তিনি এই ব্যাপারে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত ইলেকট্রিক অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো কিছু শুনতে নারাজ ইলেকট্রিক অফিস কতৃপক্ষ। তিনি বলেন যে ,উনি দিন এনে দিন খান , এর মধ্যে যদি উনাকে বৈদ্যুতিক ব্যবহার না করে বৈদ্যুতিক বিল দিতে হয় তাহলে তিনি সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

অন্যদিকে এই এলাকার ইলেট্রিক রিডার দীপক আচার্য্যীর সাথে কথা বললে তিনি জানান যে, মৃত দশরথ দেববর্মার স্ত্রী খামোদী দেববর্মার ঘরে কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক লাইন নেই।।কিন্তু উনার বাড়িতে তিনি বৈদ্যুতিক বিলের কাগজ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান যে এই ব্যাপারে তিনি বিশালগড় জাঙ্গালিয়াস্থিত ইলেকট্রিক অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ম্যানেজারকে জানানোর পরও কোনো হেলদুল নেই। এদিকে বিশালগড় জাঙ্গালিয়াস্থিত ইলেকট্রিক অফিসের এহেন কর্মকাণ্ডে সমস্যার সম্মুখীন মৃত দশরথ দেববর্মার স্ত্রী খামোদী দেববর্মা। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত ইলেকট্রিক অফিসের কর্মরত কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়। অভিযোগ, দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের ফলে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্থিত ইলেকট্রিক অফিসের কর্মরত কর্মীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে নাজেহাল বিশালগড়বাসী।

প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ নভেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে বিপুল পরিমানে নেশাসামগ্রী আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা বাজার থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে টি আর ০১ এ ০৭৭৫ নাম্বারের ইন্ডিগো গাড়ীতে তল্লাসি চালিয়ে ২১৬০ টি এস পি টেবলেট আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

নেশার টেবলের পাশাপাশি নেশাসামগ্রী বিক্রেতাকে আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। নেশাবিক্রেতা হলো বেতাগা এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বৈষ্ণব (৪৮)। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি জানান এই নেশাসামগ্রী বিক্রির সাথে আরো অনেকে জরিত আছে তদন্তের মাধ্যমে অন্যান্যদের নামও উঠে আসবে। ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান উনাদের এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারীথাকবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নেশা সামগ্রীর জোর চোরাচালান হচ্ছে। বহিঃরাজ্য থেকে প্রায় প্রতিদিনই প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী রাজ্যে আমদানী করা হচ্ছে। ওইসব নেশা সামগ্রী রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ যে ধোয়া তুলসী পাতা তা বলা যায় না।

খোয়াইয়ে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। খোয়াই থানাধীন বিমানবন্দর সন্নিহিত পাড়ার পনেরো নং পুর ওয়ার্ড এলাকায় নিজের গলা কেটে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা এক মহিলার। মহিলা এখন হাসপাতালে। পারিবারিক কলহের পরিণতি বলে সন্দেহ। নিজের গলায় নিজেই ধাঁরালো অস্ত্র বা ব্লেড বসিয়ে দিয়ে কেটে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন এক মহিলা।পারিবারিক কলহের পরিণতিতে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই ঘটনা বলে অনুমান। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে খোয়াই থানাধীন বিমানবন্দর সন্নিহিত পাড়ার পনেরো নং পুর ওয়ার্ড এলাকায়।

জানা যায়,রত্না রায়(সূত্রধর) (৩৯) নামে জনৈকা মহিলা বাড়ীর সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে নিজেই গলায় ব্লেডবা অন্য কোন ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে।ঘটনার সময় মহিলার স্বামী হিমাংশু সূত্রধর সহ পরিবারের অন্যান্যরা যার যার কাজে ব্যাস্ত ছিলেন।এই সুযোগেই মহিলা নিজের ঘরে এই কান্ড ঘটায়। পুত্রবধূ ঘরে ঢুকেই দেখে রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর।গুরুতর আহত রত্না রায়(সূত্রধর) কে খোয়াই জেলা হাসপাতালে আনা হলে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। গলার ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের ফলে মহিলার অবস্থা এখন সংকটজনক বলে জানা গেছে। কেটে মহিলা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন !

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বরে দ্বিপাক্ষিক বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ! পুতিনের ভারত সফর নিয়ে এখনও বিদেশমন্ত্রকের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে জোরদার জল্পনা।

সূত্রের খবর, আগামী ৬ ডিসেম্বের দু'দেশের মধ্যে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে এই সম্মেলন হতে চলেছে। আর তাতে যোগ দিতে ভারতে পা রাখার কথা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর একান্তে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা।

রাশিয়া এবং জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এমনই, এই দুই দেশের সঙ্গে এদেশের প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলন হয়ে থাকে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে তা হতে পারেনি। এবছর মহামারীর প্রভাব একটু কমতেই সেই আয়োজন হয়েছে। দিল্লিতে আগামী ৬ ডিসেম্বর ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন হবে। তাতে যোগ দিতেই ভারতে আসতে চলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখা ছাড়াও মোদি-পুতিনের পৃথক বৈঠক হতে পারে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১৮ সালে এই বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে পুতিন ভারতে এসেছিলেন। সেবার যুদ্ধাস্ত্র এস৪০০ মিসাইল নিয়ে দু'দেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আকাশপথে শত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে তা বায়ুসেনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আগামী মাসেই রুশ মিসাইল ভারতের হাতে আসবে। আর একইমাসে পুতিনের ভারত সফরের সম্ভাবনা। আর তাই তাঁর এই সফরেও অস্ত্র চুক্তি হতে পারে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। তবে এবার পুতিনের ভারত সফরে অবশ্যই নজরে কোভিড মোকাবিলায় দু'দেশের পদক্ষেপ। রুশ ভ্যাকসিন স্পুটনিক-ভি ইতিমধ্যেই ভারতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এছাড়া মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যৌথভাবে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।

সুইডেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে ম্যাগডালেনা অ্যান্ডারসন

স্টকহোম, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সব ঠিক থাকলে খুব শিগগিরই সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ নিতে চলেছেন সেদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী ম্যাগডালেনা অ্যান্ডারসন। সেই সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এই নেত্রীই হতে চলেছে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

সব ঠিক থাকলে বলার কারণ একটাই। যদি আইনপ্রণেতারা বিপক্ষে ভোট দেন, সেক্ষেত্রে অ্যান্ডারসনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রশ্নের মুখে চলে যেতে পারে। এদিকে ২০২২ সালে দেশের জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী স্টিফান লোফভেনের পদত্যাগ করার পর সে প্রসঙ্গে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে সংসদের স্পিকার আন্দ্রিয়াস নোরলেন দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান বলে জানা গিয়েছে।

বুধবারই পদত্যাগ করেছেন ৬৪ বছর বয়সী লোফভেন। পদত্যাগের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সব দিক বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিলাম। স্পিকারকে এ দায়ভার থেকে আমাকে অব্যহতি দেওয়ার কথা জানিয়েছি।" সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, গত সপ্তাহেই লোফভেনের স্থলাভিষিক্তা হয়েছেন অ্যান্ডারসন।

পুর নির্বাচনে জনগণ রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেবেন বললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বৃহস্পতিবার আমবাসা সফর করেছেন। সফরকালে দলীয় কার্যালয়ে পৌরনিগমের দলীয় প্রার্থী এবং নেতাকর্মী সমর্থকদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন ,পুর নির্বাচনে জনগণ রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেবেন। আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিএমের হাল-হকিকত জানতে আমবাসায় এলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে সবকয়টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে সিপিআইএম। বৃহস্পতিবার সিপিআইএমের প্রার্থীদের সাথে আমবাসাস্থিত সিপিএমের কার্যালয়ে বৈঠক করলেন রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিজেপি জোর করে অনেকগুলি নগর পঞ্চায়েত ও পুরসভা দখল করেছে।

আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে সিপিএম এর ফলাফল ভালো হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন দলীয় প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করছেন এবং ভোটার দের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

বিরোধীদল গুলির রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। সারা রাজ্যে বিজেপির অকর্মণ্যতা ও ব্যর্থতার জন্য মানুষের মনে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। পুরো পরিষদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক আমবাসা সফরকালে দলীয় নেতার ও দলীয় প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত করার জন্য তিনি নির্বাচন দপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বড় সাফল্য, পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতায় নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছল ভারতে

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.):বিরাট সাফল্য। উত্তর হিমালয়ের কোলে ১১ হাজার ৫৬২ ফুট উচ্চতার অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় পৌঁছল নলবাহিত পানীয় জল। সেখানকার ৬০টি গ্রামে ২৪ ঘণ্টার পানীয় জলের ব্যবস্থা করল সরকার। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদাররা জল জীবন মিশনের আওতায় সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেছে।

জলশক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ভারত লাল বলেন, আকাশপথেও ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিকদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে কিছুক্ষেত্রে প্রকল্প চালু রাখার জন্য সোলার ইউনিটও করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এদিকে ২০১৪ সালের ইউএন ওয়াটার রিপোর্ট অনুসারে বলা হয়েছিল, দেশের প্রায় ১২০ মিলিয়ন বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল ঠিকঠাক পৌঁছয় না।এদিকে ১০ই নভেম্বরের পরিসংখ্যান বলছে প্রায় ৮৪.৭ মিলিয়ন বাড়িতে ইতিমধ্যে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীন জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ বাসিন্দার বাড়িতে এই পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এদিকে বিজ্ঞানী সুবিথা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামকৃষ্ণান জয়লক্ষ্মীর গবেষণায় দেখা গিয়েছে দেশে ডায়েরিয়া, শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। এবার সেই পরিশ্রুত জল লেহ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় সরকার। সেখানকার দুর্গম এলাকা এই পাইপলাইন পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় ছিল। সেই লেহর প্রত্যন্ত গ্রাম ডিপলিংয়ের পানীয় জলের পাইপ লাইন পৌঁছে দেওয়া ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সেই পরীক্ষাতেও উতরে গিয়েছে দেশ।

তেলিয়ামুড়ায় তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। পুর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থীর প্রচারাভিযানে দুষ্কৃতিকারীদের বাঁধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৪ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী তথা সদ্য-চাকুরী হারানো ১০৩২৩-এর শিক্ষিকা জবা ভট্টাচার্য (সেন) এবং ৭নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী বরুণ পাল আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের মতো করে নিজেদের প্রচার অভিযান শুরু করেন। এমন সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতিকারী তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী সহ তাদের সঙ্গে থাকা কর্মীদের চারিদিকে ঘেরাও করে ধরে। ৭ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী বরুণ পালকে বুকে ধাক্কা দেয় এবং লাঠি-সোটা দেখাতে শুরু করে বলে অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস দলের ৭নং আসনের প্রার্থী বরুণ পাল অভিযোগ করে বলেন, আমরা যখন মানুষের বাড়িতে গিয়ে প্রচার করছিলাম তখন আচমকাই ১০-১৫ জন যুবক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নগিমের ভোটে দলীয় প্রার্থীর বাড়িতে হামলা হুজ্জতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পুলিশ হেডকোয়র্টারের সামনে অবরোধ তৃণমূলের। ছবি নিজস্ব।

আজ কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব নবান্নে রাজ্যের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে করবেন বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয়কুমার ভাল্লা। সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে রাজ্যের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বৈঠকে রাজ্যের তরফে থাকবেন মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকা—সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির সীমানা বৃদ্ধি, সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলির সুরক্ষা এবং স্থলবন্দর নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। বৈঠকে কি বিএসএফ-এর নয়া নিয়ম নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জল্পনা।

সম্প্রতি অসম, পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফ-এর জন্য নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে সম্প্রতি জানানো হয়েছে, রাজ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির পরিসর বাড়ছে। ১৫ কিলোমিটারের বদলে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে প্রয়োজনে গ্রেফতারও করতে পারবে বিএসএফ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল বিএসএফের আওতাধীন এলাকা ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। নয়া নিয়মে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চন্নী। ক্রমশ তা রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ বার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব।

শুক্রবার বৈঠকে এই বিষয়টি উঠতে পারে বলে প্রশাসনক মহলের খবর। রাজ্যের ১০টি জেলায় প্রায় ২১ হাজার ৬৪ কিলোমিটারের বেশি যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, সেখানে সীমান্ত পরিকাঠামো নিয়ে রাজ্যের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেশিরভাগটাই ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে। এছাড়াও ভারত-নেপাল এবং ভারত-ভূটান সীমান্ত রয়েছে। বিএসএফের আওতাধীন এলাকা বাড়লে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির প্রায় ৩৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নজরদারির মধ্যে চলে আসবে। এই বিষয়টি নিয়েই রাজ্যের তীব্র আপত্তি। এ বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে খবর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।